

পথ আটকে ইঞ্জিন, বহু ট্রেন লেটে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ অক্টোবর : এনজেলপি-বঙ্গাইগাঁও ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বিকল। সোমবার চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হলেন কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গগামী একাধিক ট্রেনের যাত্রীরা। বেলাকোবা ও রানিনগর স্টেশনের মাঝে মেইন লাইনে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসটি প্রায় দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিল। ফলে স্টেশনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। দূরপাল্লার উত্তরবঙ্গগামী ট্রেনগুলি দেড় থেকে আড়াই ঘণ্টা দেরিতে ছাড়ায় যাত্রীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এই দুর্ভোগের জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত

রেল কর্তৃপক্ষ দুঃখপ্রকাশ করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'বেলাকোবা ও রানিনগর স্টেশনের মাঝে এনজেলপি-বঙ্গাইগাঁও আপ ইন্টারসিটি (১৫৭০৩) ট্রেনটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় মেইন লাইনে সেটি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সকাল ৭টা ২০ মিনিট থেকে ৯টা ২০ মিনিট পর্যন্ত মেইন লাইনে ট্রেন চলাচলে সমস্যা হয়েছে। এরপর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।' এনজেলপি-বঙ্গাইগাঁও ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস বেলাকোবা ও রানিনগর স্টেশনের মাঝে দাঁড়িয়ে যাওয়ায় মেইন লাইনে আলিপুরদুয়ারগামী পদাতিক এক্সপ্রেস এবং হলদিবাড়িগামী দার্জিলিং মেলকে



রানিনগর স্টেশনে দাঁড়িয়ে আনন্দবিহার-কামাখ্যা নর্থ-ইস্ট ট্রেন।

এনজেলপিতে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। বামনহাটগামী উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসকে বেলাকোবা স্টেশনে এবং আনন্দবিহার-কামাখ্যা নর্থ-

ইস্টকে আমবাড়ি-ফালাকাটায়া দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। পরে এনজেলপি-বঙ্গাইগাঁও ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসটিকে রানিনগর স্টেশনে এনে বিকল্প

ইঞ্জিনের ব্যবস্থা করা হয়। এরপর একে একে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনগুলিকে ছাড়া হয়।

রেল জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস আড়াই ঘণ্টা, দার্জিলিং মেল ২ ঘণ্টা ২৩ মিনিট, পদাতিক দেড় ঘণ্টা এবং নর্থ-ইস্ট দুই ঘণ্টা দেরিতে রওনা দিয়েছে এদিন। বেলাকোবা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের যাত্রী আতিয়ার রহমান বলেন, 'যে কোনও সমস্যা হতেই পারে। কিন্তু স্টেশনে কী কারণে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল, তা ঘোষণা না করায় হয়রানি বাড়ছিল। অনেকে যাত্রী বেলাকোবা নেমে সড়কপথে রওনা দিয়েছেন।'

জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে নামেন শহরের বাসিন্দা প্রীতম মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'লাইনে

সমস্যার কারণে দেরি হচ্ছে, এই ঘোষণা করা হয়। পরে জানলাম কারণ আলাদা। ট্রেন কখন ছাড়বে সেই ঘোষণা না করায় অনেকেই সড়কপথে রওনা দেন।' দার্জিলিং মেলের জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে নামেন শহরের বাসিন্দা কৌশিক চৌধুরী।

তিনি বলেন, 'ছুটি ছিল। কলকাতা থেকে ফিরছিলাম। সকালে পৌঁছে অনাস্থ্যে অফিস করব ভেবেছিলাম। কিন্তু সকাল ১১টার পর স্টেশনে ট্রেন পৌঁছানোর পর লাগেজ এক দোকানে রেখে ওই অবস্থায় অফিসে ছুঁতে হয়।' রানিনগর স্টেশন থেকেও অনেকে সড়কপথে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেন বলে আলিপুরদুয়ারের উজ্জ্বল বসাক জানিয়েছেন।

অ্যালেনের পরীক্ষায় আড়াই কোটির পুরস্কার

নিউজ ব্যুরো

৫ অক্টোবর: প্রতি বছর দেশের মেধাধী পড়ুয়াদের স্বীকৃতি দিতে 'ঢ্যাালেটেস্ক' নামে একটি পরীক্ষার আয়োজন করে অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট। ২০২৭ সালের এই পরীক্ষার আবেদন শুরু হয়েছে। অ্যালেনের নিজস্ব ওয়েবসাইটে নাম নথিভুক্ত করার শেষ দিন ১১ অক্টোবর। অফলাইনে পরীক্ষা ২৫ অক্টোবর। অনলাইনে ২৫, ২৮ ও ৩১ অক্টোবর পরীক্ষা হবে। অ্যালেনের সহ সভাপতি পঙ্কজ আগরওয়াল জানান, পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা 'ঢ্যাালেটেস্ক-২০২৭'-এ অংশ নিতে পারবে। রাজ্য ও জাতীয় স্তরের কৃতি পড়ুয়ারা পুরস্কার হিসেবে নগদ আড়াই কোটি টাকা থেকে শুরু করে অ্যালেনের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তিতে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পাবে। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক পড়ুয়াকে একটি কম্পিউটিং সাকসেস ইনডেক্স দেওয়া হবে, যা ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে কাজে আসবে। অ্যালেনের ওয়েবসাইটে এই পরীক্ষার জন্য প্রাকটিক টেস্ট পেপার রয়েছে। দু'ঘণ্টার পরীক্ষাটি এনসিইআরটি সিলেবাসের উপর ভিত্তি করে হবে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ, বায়োলজি এবং লজিক্যাল মেন্টাল এবিলিটির উপর এমসিকিউ প্রশ্ন থাকবে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID : 2026_WBPWD_5077045. 1. Bid Submission end Date: 14.10.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: <https://tenders.wb.gov.in/Sd/-EE, PWD, Malda Electrical Division/ICA-11867123/2026>

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID No.: 2026_WBPWD_5077062. 1. Bid submission start date (online) 06/10/2026 from 11:00a.m. Bid submission closing date (online) 13/10/2026 at 11:30 a.m. Corrigendum if any, will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: <http://wbtdenders.gov.in/Sd/-Assistant Engineer, Raiganj Sub-Division No-1, Public works Directorate/ICA-11867319/2026>

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PMD TENDER NOTICE
NIT No.: WBPWD/AE/JESD/NIT 13e/I of 2026-27, Tender id No.: 2026_WBPWD_5077047. 1. Name of Work Annual Comprehensive Maintenance of Split type Air Conditioning Machine installed at DM office, Circuit House, SDO office, District Registrar office, DM ADM & SDO Bungalows Jalpaiguri, in the district of Jalpaiguri. The last date for submission of tender 29-10-2026 at 11:30 A.M. All details can be seen from the website - <http://tender.wb.nic.in> or <http://www.pwdwb.in> or office of the undersigned during office hours. Sd/- A.K.AN. AE/JESD/JALPAIGURI ICA-11867419/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-N.I.T. No. WBPWD/AE/SGSD/NIT 20/2026-2027, [TenderID: 2026_WBPWD_5077078. 1. Online tenders are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Sub-Division, Siliguri from enlisted Outside Bonafide contractors as per Govt. G.O. for the above said e.N.I.T. Bid submission start Date: 02.10.2026 from 06:55 Hrs. Air submission end Date: 09.10.2026 upto 02:00 Hrs. (Online). Details of e.N.I.T. & other Tender Documents may be downloaded from: <http://tenders.wb.gov.in/Sd/-Assistant Engineer, PWD, Siliguri Sub-Division, Siliguri/ICA-11867319/2026>

E-tenders
Are invited for : 1. Request for Proposal for Selection of Private Partners for Establishment, Operation, Maintenance and Management of Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendra (PMBJK) at Kalimpong DH, Gorubathan BPHC, Rambh RH and Pedong RH in Kalimpong District, West Bengal under Public Private Partnerships (PPP) Mode. Last Date : 26-10-2026 upto 3:00 P.M.
Tender ID :-2026_HFW 5077436. 1; 2026 HFW 5077511. 1; 2026 HFW 5077521. 1 & 2026 HFW 5077540. 1
For details visit : www.tenders.wb.gov.in
The CMOH Office, Kalimpong Email: cmohkalimpong1@gmail.com
Sd/- Chief Medical Officer of Health, Kalimpong

মঙ্গলবার, একাদশী রাতি ১২।৫৫। অশ্বিনক্ষর রাতি ১১।৪২। সিদ্ধযোগ দিবা ৯।৫৩। ববকরণ দিবা ১।৫৫। গতে বালবকরণ রাতি ১২। ৫৫। গতে কৌলবকরণ। জন্মে- ককটরাশি বিপ্রবর্গ রাশকরণ অক্টোবরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাতি ১১।৪২। গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্গ অক্টোবরী মঙ্গলর ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মূতে- একপাদদোষ, রাতি ১২।৫৫। গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোষ, রাতি ১২।৫৫। গতে নৈরুদোষ। বারবেলাদি ৭।২ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ২।২২ মধ্যে। কালরাতি

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PMD TENDER NOTICE
NIT No.: WBPWD/AE/JESD/NIT 10e/I of 2026-27, Tender id No.: 2026_WBPWD_5077029. 1. Name of Work Annual Comprehensive Maintenance of Split type Air Conditioning Machine installed at Purta Bhawan & PWD inspection Bungalow, Jalpaiguri. The last date for submission of tender 29-10-2026 at 11:30 A.M. All details can be seen from the website - <http://tender.wb.nic.in> or <http://www.pwdwb.in> or office of the undersigned during office hours. Sd/- A.K.AN. AE/JESD/JALPAIGURI ICA-11867419/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
JALPAIGURI ZILLA PARISHAD, JALPAIGURI
Memo No. 543/ENG
Date : 05.10.2026
2nd Corrigendum to NIT No. WB2P/06-DE/JLP/26-27 for 04(Four) nos. & NIT No. WB2 P07-DE/JLP/26-27 for 02 (Two) works vide Tender ID No. 2026_ZPHD 5021490. 18, 24.28 & 30. (Four) Tender ID No. 2026_ZPHD 5021761. 1&11 (Two) Last date of Submission of Bids upto 09.10.2026. Details may be seen in at our <https://tenders.wb.gov.in> & simultaneously this office Notice Board during working hours.
Sd/- District Engineer Jalpaiguri Zilla Parishad

Notice Inviting e-EOI
Invited by the Secretary Jalpaiguri Zilla R.M.C. for e-EOI No.: WBJALZRM/C/04-SEC/JAL/2026-27 Dated: 05/10/2026. Tender ID-2026_WBSMB 1044484. 1. The Period of Downloading of Bidding document From 06.10.2026, 10-00Hours (IST) and last date of submission of BID is 27.10.2026, 14-00 Hours (IST). Details may be seen from the website www.wbtenders.gov.in from 06/10/2026. For details may contact the Office of the Jalpaiguri Zilla Regulated Market Committee.
Sd/- Secretary, Jalpaiguri Zilla RMC

সোনা ও রূপোর দর
পাকা সোনার বাট ১৪৮৬৫০ (৯৯৫০/২৪ কারেট ১০ গ্রাম)
পাকা খুচরা সোনা ১৪৯৪০০ (৯৯৫০/২৪ কারেট ১০ গ্রাম)
হলমার্ক সোনার গয়না ১৪২০০০ (৯১৬/২২ কারেট ১০ গ্রাম)
রূপোর বাট (প্রতি কেজি) ২২৫৩০০
খুচরা রূপো (প্রতি কেজি) ২২৫৪০০
* দর টাকায়, ডিএসটি এবং ডিসিএস আলাদা
পরঃ বুলিয়াম মার্কেটস আন্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আফিডেভিট
আমি মানস মহাপাত্র, পিতা- তপন মহাপাত্র, ঠিকানা- নুতন পল্লী, ওয়ার্ড নং- ০৪, থানা- কোতোয়ালি, পো-স্ট+জেলা- কোচবিহার, পবঃ, গত 27/02/2026 J.M. 1st Class, সদর কোচবিহার কোর্টের আফিডে-ভিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের নাম তার আধার কার্ড নং- 485207019897 এ ভুলবশতঃ Lakash Mahapatra হয়েছে Laksh Mahapatra -এর বদলে। Laksh Mahapatra ও Lakash Mahapatra - উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/A)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID : 2026_WBPWD_5077167. 1. Bid Submission end Date: 14.10.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: <https://tenders.wb.gov.in/Sd/-EE, PWD, Malda Electrical Division/ICA-11867623/2026>

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PMD TENDER NOTICE
AE, Dhupguri Highway Sub Division, P.W.(Roads) Dte, Dhupguri, invites online e-tender for the work of ----- 1) "Malikhaat Sitapara Road from 0.00 km to 2.50 km, emergency patch repair/ maintenance work in different stretches under Jalpaiguri Highway Division in the District of Jalpaiguri." Estimated Amount:1) Rs.477278.19 Tender Ref No : WBPWD/AE/DHSD/NIT-16/2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5077082. 1. Bid submission start date (online) : 03/09/2026 from 6.00P.M. Bid submission closing date (online) : 09/10/2026 up to 11.30 A.M. "Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: [http://wbtdenders.gov.in/Sd/-AE, PWR\(D\), DHSD, Dhupguri/ICA-11867623/2026](http://wbtdenders.gov.in/Sd/-AE, PWR(D), DHSD, Dhupguri/ICA-11867623/2026)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
GAZALDOBA DEVELOPMENT AUTHORITY (A Statutory Authority of Govt. of West Bengal)
OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER MAL, JALPAIGURI
Call- 03562-256/485, 495 (F), e-mail : gadma2010@gmail.com
TENDER NOTICE
E-tender (eNIT No. 02/ENG/2026-27, Dated: 29.09.2026) has been invited in two bid system on percentage rate for the work "Construction of Bituminous Road from Chowrang More to Ganesh Line ICDS Centre via Bhandapur Office Line with one culvert at Shikarpur GP under Rajnig Block" in GDA jurisdiction area from 01-10-2026, 11:00 A.M. to 03-11-2026, 04:00 P.M. Details available in the Notice Board of the Office of the Executive Officer, GDA and www.wbtenders.gov.in Sd/- Executive Officer & Member Secretary, GDA ICA-1186839/2026

Notice Inviting E-Tender under SSM, Jalpaiguri for details please visit : wbtenders.gov.in E-tender has been floated by the undersigned for the following work SSM-JAL/T-03/ACR/26-27 Dated: 01/10/2026 To SSM-JAL/T-28/ACR/26-27 Dated: 05/10/2026 For details please visit www.wbtenders.gov.in Sd/- District Education Officer SSM, Jalpaiguri

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PMD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Malda Highway Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e-tender for one no. work. Providing round the clock security services by deploying 17 (Seventeen) nos. of security guards (without Arms) for guarding at office compound of Malda Highway Division, Chanchal Highway Sub-Division, Malda Highway Sub-Division, Gangeahigh Sub-Division and Mangalbari Stack-yard Compound in the District of Malda for a period of 12 (Twelve) Months. e-NIQ No. 04 of 2026-27 of EE, MHD. Tender ID: 2026_WBPWD_5077086. 1. Bid submission start date (online): 01/10/2026 from 6:55 pm. Bid submission closing date (online): 14/10/2026 upto 3:00 pm. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from : [http://wbtdenders.wb.gov.in/Sd/-S.Paul, Executive Engineer, Malda Highway Division, P.W. \(Roads\) D/ICA-1186803/2026](http://wbtdenders.wb.gov.in/Sd/-S.Paul, Executive Engineer, Malda Highway Division, P.W. (Roads) D/ICA-1186803/2026)

কর্মখালি
NJP -তে হোটেলের কাজের জন্য কম্পিউটার জানা এবং হোটেলের অভিজ্ঞতা সহ রিসেসশনিষ্ট চাই। M - 94344-79413. (C/113909)

কোচবিহার স্মরণ ট্রাস্টর শোরুমের সেলসম্যান প্রয়োজন। Location - কোচবিহার ১, সিতাই, শীতলখুঁচি। Contact No - 8348688968. (C/123715)

বিক্রয়
বিক্রয়- Tata Motor Maxi Cab 7+1, 2013, Road tax, Fitness, Ins. 2027 করা আছে। 9832046055. (C/124114)

SITUATION VACANT
Sarada Vidya Mandir, CBSE (English Medium), Sudarshanpur Raiganj, U/D, required f Asst. Teacher for the following subjects : 1. English, Qualification: BA/MA with B.Ed/D.El.Ed 2. Commerce (Accountancy, Business Studies), Qualification: M.Com with B.Ed 3. ATL instructor, Qualification: B.Tech in ECE. Eligible candidates may submit their bio-data/CV by 17/10/2026 to the school officer personally or through E-mail: saradavidyamandir12@gmail.com Mob : 947517194, 9474730044. (C/124122)

আফিডেভিট
আমি, Taresh Chandra Mandal আমার ছেলের জন্ম প্রমাণপত্রে আমার নাম এবং স্ত্রীর নাম ভুল থাকায় গত 23/7/26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে LD. E.M. দ্বারা আফিডেভিট বলে, (আমি) Taresh Mandal থেকে Taresh Chandra Mandal এবং (স্ত্রী) Bindu Mandal থেকে Bindu Devi নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/124109)

আমি, Sampa Sarkar Barua আমার ছেলে Ishan Sarkar তার জন্ম প্রমাণপত্রে আমার নামের পদবী শুধু Sarkar উল্লেখ থাকায়, গত 3/10/26 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে LD. 1st ক্লাস J.M. দ্বারা আফিডেভিট বলে, (আমি) Sampa Sarkar থেকে Sampa Sarkar Barua নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/113908)

আমি, Sampa Sarkar Barua আমার ছেলে Ishan Sarkar তার জন্ম প্রমাণপত্রে আমার নামের পদবী শুধু Sarkar উল্লেখ থাকায়, গত 3/10/26 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে LD. 1st ক্লাস J.M. দ্বারা আফিডেভিট বলে, (আমি) Sampa Sarkar থেকে Sampa Sarkar Barua নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/113908)

নং WB/01/005/513553 আমার নাম Saju Barman S/o Khagen Barman (আমার ডাক নাম) লিখিত হয়েছে। গত 31.07.2026, J.M., 3rd Court, সদর, কোচবিহার আফিডেভিট দ্বারা Manteswar Barman S/o Khagen Barman এবং Saju Barman, S/o Khagen Barman উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার ভোটার ID কার্ডে আমার শুভ এবং সঠিক নাম Manteswar Barman প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম: ও পো: হাড়িভাঙ্গা, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার, পবঃ। (C/123726)

I Pradip Ghosh son of Late Anandagopal Ghosh, resi- dayaram jote, po & ps- Naxalbari, dist- Darjeeling, Pin- 734429 declare that I have changed my name from Pradip Ghosh to Pradip Kumar Ghosh and henceforth I shall be known as Pradip Kumar Ghosh in all purpose, vide affidavit no. 44 at Siliguri on 1st October 2026 Pradip Kumar Ghosh and Pradip Ghosh both are same and one identical person, sworn before the court of LD. Executive Magistrate at Siliguri. (C-124110)

আজ টিভিতে



সারভাইভিং আর্থ রাত ৮.৫৯ আনিমাল প্ল্যান্টে
সিনেমা
জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০
দৃষ্টিকাণ, ১০.৩০ প্রেমী নাথার ওয়ান, দুপুর ২.১৫ ম্যাডাম জি তারিনি, বিকেল ৫.০০
জানোনা, রাত ৯.৩০ ভিলেন জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মধুমালতী, বেলা ১১.৩০ সুয়োরাণি দুয়োরাণি, দুপুর ২.৩০ বর কন, বিকেল ৫.০০
গল্পা



সেবকে পাহাড়তলিতে কাশফুলের শোভা। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

তরুণদের চেষ্টায় বাড়িতে প্রৌঢ়

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৫ অক্টোবর : বেশ কয়েক দিন ধরে হাতে ব্যাগ নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুরের রহমতপুরে ঘোরাফেরা করছিলেন এক প্রৌঢ়। মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় নিজের ঠিকানা বা পরিচয় ঠিকমতো জানাতে পারছিলেন না তিনি। অবশেষে এলাকার কয়েকজন তরুণের তৎপরতায় তাঁর পরিচয় জানা যায়। ওই ব্যক্তির ব্যাগ থেকে উদ্ধার হওয়া একটি কাগজের সূত্র ধরে জানা যায়, তাঁর নাম রামবিলাস মাহাতো, বাড়ি বিহারের বানারা খারিতে।

চার-পাঁচদিন ধরে রহমতপুরে রামবিলাসকে ঘুরতে দেখছিলেন এলাকাবাসী। রবিবার এলাকার তরুণ আমজাদ আলি, সানু ইসলাম, আফসার আলি ও নূর নিবি রামবিলাসের সঙ্গে প্রথমে কথা বলে পরিচয় জানার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি কিছুই বলতে পারেননি। এরপর তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যাগে খোঁজ চলাতেই পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়। সেদিনই হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় বিষয়টি জানান ওই তরুণরা। পুলিশ বিহারের সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। রামবিলাসকে সাময়িকভাবে রাখা হয় বরতলা নাকা চেকপোস্টে। পরিবারের সদস্যরা ছবি ও অন্যান্য তথ্য দেখে তাঁকে শনাক্ত করেন। অবশেষে সোমবার রামবিলাসকে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিডিও'র দ্বারস্থ মৎস্যজীবীরা

শাক্ততলা, ৫ অক্টোবর : নদীতে বিধি ও বিদ্যুৎ সংযোগ করে মাছ ধরার অভিযোগে সমস্যা পড়েছেন প্রকৃত মৎস্যজীবীরা। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিভিন্ন নদীতে এভাবে মাছ ধরার ফলে মাছের সংখ্যা কমার পাশাপাশি নদীর জলজ পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ। এসব আশুপ পদ্ধতিতে মাছ ধরা বন্ধ, নদীর মাছ ও জলজ সম্পদ রক্ষা এবং প্রকৃত মৎস্যজীবীদের স্বার্থ সুরক্ষার দাবিতে সোমবার বিডিওর কাছে স্মারকলিপি দিল উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম। দ্রুত আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে ফোরাম।

আজকের দিনটি

ত্রীদেবাচার্য্য
৯৪৪৩৪১৭৩৯১
মেঘ : ব্যবসায়ীদের আজ খুব ভেবেচিন্তে থিয়েক করতে হবে। আজ অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে দারুণ কানও খবর পাবেন। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন। রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না। পাশে পরিবারের সমস্যা হলে পারো। মিশু : দীর্ঘমেয়াদি কোনও বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য

রিটার্ন পেতে পারেন। বিকেলের পর বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধবাদীরা অতি সক্রিয় হতে পারে। বাইরের মশলাদার খাবার থেকে খুব সাবধান। দাম্পত্যে শান্তি বিরাজ করবে। সিংহ : আত্মীয়স্বজনের কথায় কান দেবেন না। দীর্ঘদিনের কোনও শারীরিক সমস্যা থেকে আজ মুক্তি পাবেন। আর্থিক সমস্যা কাটবে। কন্যা : সামাজিক বা ধর্মীয় কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। কেউ টাকা ধার চাইতে এলে না বরন। ভুলা : কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধবাদীরা

আজ পরাণ্ড হাবে। ভ্রমশে ক্রান্তি এলেও আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। বৃশ্চিক : আর্থিক সঞ্চয় কিংবা বিনিয়োগে যত্নশীল হলে লাভবান হবেন। শ্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে সারাদিন আজ আনন্দ কাটবে। ধনু : আপনার সমুদ্রের কথার জন্য সমাজে বিশেষভাবে সম্মানিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ার আগে, ফেলে রাখা কাজ শেষ করে ফেলুন। মকর : ভ্রমণ কিংবা প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে ঘুরতে গেলে বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। জ্বীর সঙ্গে আজ দারুণ সময় কাটবে। কুন্ত : কর্মক্ষেত্রে কম কথা বলুন। অপ্রয়োজনীয় খরচে

আর্থিক চিন্তা বাড়বে। অমনোযোগিতার কারণে কিছু কাজ হাতছাড়া হতে পারে। মীন : আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় বিনিয়োগে সফল পাবেন। প্রিয়জনের সঙ্গে সান্ন্যাকালীন আড্ডায় মন ভাঙো থাকবে। লারিত্রে প্রাপ্তির যোগ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৮ আশ্বিন, ১৪৩৩, ভাগ ১৪ আশ্বিন, ৬ অক্টোবর ২০২৬, ২৮ রবিঃ, সংবৎ ১১ আশ্বিন বদি, ১৪ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৩, অঃ ৫।১৮।



কৃষি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে সরকারী ভূত্বকিতে কৃষিযন্ত্র ক্রয় ও কৃষিযন্ত্রাদি
ভাড়া কেন্দ্র স্থাপনের সুযোগ নিয়ে এলো পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভূত্বকির পরিমাণ :

- FSSM প্রকল্পে শক্তিশালিত যন্ত্রের জন্য ভূত্বকি যন্ত্রভেদে মোট দামের ৫০% এবং সোলার পাম্প সেটের ক্ষেত্রে ৬০%, সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা।
- OTA-SFI প্রকল্পে হস্তচালিত ছোট যন্ত্রের জন্য ভূত্বকি মোট দামের ৫০% বা সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা।
- FMH/FMB প্রকল্পে ৩০ লক্ষ টাকার পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয়ের ভূত্বকির পরিমাণ ৮০%, সর্বোচ্চ ২৪ লক্ষ টাকা।
- CHC প্রকল্পে কৃষিযন্ত্রাদি ভাড়া কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভূত্বকি প্রকল্প ব্যয়ের ৪০%, ন্যূনতম ৮ লক্ষ টাকা।

যে সকল কৃষক ও সংস্থা আবেদন করতে পারবেন :

- পিএম কিসান সন্ধান নিধি প্রকল্পে বা কৃষকবন্ধু (নতুন) প্রকল্পে নিবন্ধীকৃত সকল কৃষক এবং সরকারী যে কোনো পণ্ডার দ্বারা স্বীকৃত কৃষকগোষ্ঠী / কৃষি সমবায় / সংস্থা ইত্যাদি, যারা (স্বামী/স্ত্রী) বিগত ৪ বছরে এই প্রকল্পে উপকৃত হননি।
- যে সব কৃষক যাদের বয়স ১৮ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে।
- সরকারী বা সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় কর্মরত নয় বা অবসরপ্রাপ্ত ও নয় এমন কৃষক।
- FSSM প্রকল্পে পাওয়ার টিলার ও সোলার পাম্প নিতে আগ্রহী কৃষক যাদের কমপক্ষে ০.৫ একর কৃষিজমির নিজস্ব মালিকানা (ROR) আছে।

আবেদনের সময়সীমা :

অনলাইনে ০৬.১০.২০২৬ (সকাল ১১টা) থেকে ০৪.১১.২০২৬ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।
অনলাইনে পূরণ করা আবেদনপত্রের ছাপানো প্রতিলিপি সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি সহ FSSM ও OTA-SFI প্রকল্পের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্লক কৃষি অফিসে এবং CHC ও FMH/FMB প্রকল্পের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষিকরণে ০৬.১১.২০২৬ (বিকাল ৫টা)-এর মধ্যে জমা দিতে হবে।

কীভাবে আবেদন করবেন ?

কৃষি যান্ত্রীকরণ প্রকল্পে কৃষক সরাসরি নিজের কম্পিউটার বা তথ্য মিশ্র কেন্দ্র (OSC), বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (BSK) বা যে কোনো কম্পিউটার সেবার মাধ্যমে অথবা নিকটস্থ সহ কৃষি অফিসের করণের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি পণ্ডারের ওয়েবসাইট <https://agriculture.wb.gov.in>-এ নোটিশ সেকশনে গিয়ে <https://wbflms.wb.gov.in> লিঙ্ক-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

অনুমোদন পদ্ধতি :

জেলায় অনুমোদন কমিটি (DLSO)-এর উপস্থিতিতে বৈধ আবেদনপত্রের মধ্য থেকে কম্পিউটার চালিত লটারির মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রেখে অনুমোদন দেওয়া হবে।

২০২৬-২৭ সালে কৃষি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট গাইডলাইন অনুযায়ী প্রকল্পগুলি রূপায়িত হবে। বিস্তারিত জানতে নিকটস্থ কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন বা কৃষি পণ্ডারের ওয়েবসাইট:

<https://agriculture.wb.gov.in> পরিদর্শন করুন

কৃষি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত।

ICA-D1535(3)/2026



জেবার বাঙে, দেশের সঙ্গে

শিল্প, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার বাঙে

মানব আলপনায়

জনসেবা ও জনকল্যাণের বার্তা

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম

৬ অক্টোবর ২০২৬ | দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা



ICA-D1536(12)/2026

TALLENTEX
ALLEN's Talent Encouragement Exam

**ONE OF INDIA'S BIGGEST STAGE
FOR YOUNG TALENT**

For Class 5-10 Students



**₹2.5 CRORE
WORTH CASH
REWARDS***
Get rewarded
for your talent



**UP TO 90%
SCHOLARSHIP***
Unlock scholarships
on ALLEN courses



**COMPETITIVE
SUCCESS
INDEX (CSI)**
Discover your potential
for competitive exams



**NATIONAL &
STATE
RANKINGS**
Benchmark
yourself
across India

**Registrations
Closing Soon**

Don't miss the chance to shine

Last date to register

11th OCTOBER, 2026



*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.

ALLEN SILIGURI

☎ 9513784242

🌐 allen.ac.in/siliguri

ALLEN KOTA

☎ 86906 60111

🌐 allen.in

ALLEN ONLINE

☎ 95137 36499

🌐 allen.in

Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment for the students to prepare for their target examinations. Studying at a coaching institute does not guarantee selection in the examinations. Selection also depends on other factors like preparation, available admission seats in the competitive exam, and the number of applicants appearing.

প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে মার, ধৃত

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : দ্বিতীয় পক্ষের মেয়ের পড়াশোনার জন্য প্রথম পক্ষের স্ত্রীর নামে দশ লক্ষ টাকা ঋণ। সময়মতো ঋণের কিস্তি না দিতে পারায় তুলকালাম কাণ্ড। ঋণের বিষয়ে যুগাক্ষরে না জানায় প্রতিবাদ করেন ওই মহিলা। পালটা স্বামীর হাতে তাঁকে মার খেতে হয় বলে অভিযোগ। শেষমেশ অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার প্রধাননগর থানার দেবীভাঙ্গা এলাকার নির্মল মজুমদার নামে ওই ব্যক্তি। সোমবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

জানা গিয়েছে, ধৃতের সঙ্গে ওই মহিলার বিয়ে হয়েছিল বছর তিরিশ আগে। তাঁদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। ধৃত দ্বিতীয় বিয়ে করেন কুড়ি বছর আগে। দ্বিতীয় পক্ষে তাঁর এক কন্যাসন্তান রয়েছে। দুই পক্ষের সঙ্গেই নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলতেন ওই ব্যক্তি। এমনকি দ্বিতীয় বিয়ে করলেও প্রথম

হুঁশিয়ারি

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : কাজ নিম্নমানের হলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে র‍্যাঙ্কলিস্ট করার হুঁশিয়ারি দিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ। পুজোর আগে মহকুমা পরিষদ এলাকায় ১৭টি রাস্তার কাজের টেন্ডার হয়েছে। একটি সংস্থাকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পরিষদের টেন্ডার কমিটির বিরুদ্ধে। সেই সংস্থা অজয়ের ঘনিষ্ঠ বলে অভিযোগ। এমন পরিস্থিতিতে রবিবার তাঁর গলায় কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি শোনা গেল অজয়ের মুখে। পাশাপাশি তিনি তৃণমূলের বোর্ডের আমলে কাজ না করে টাকা তোলা ও নিম্নমানের কাজ করার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে।

প্রতিবাদ

বাগডোগরা, ৫ অক্টোবর : মুখ্য নির্বাহন কমিশনারের পদত্যাগ ও গ্রেপ্তার এবং তালিকায় প্রকৃত

পক্ষের পরিবারের সঙ্গে থাকতেন তিনি। কিন্তু প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে কিছু না জানিয়েই তিনি দ্বিতীয় পক্ষের মেয়ের পড়াশোনার জন্য দশ লক্ষ টাকা ঋণ নেন বলে অভিযোগ। যদিও ধৃতের দাবি, দ্বিতীয় পক্ষের মেয়ে পড়াশোনায় খুব ভালো। তার ভবিষ্যতের পড়াশোনার জন্য অভিযোগ।

যদিও ধৃতের দাবি, দ্বিতীয় পক্ষের মেয়ে পড়াশোনায় খুব ভালো। তার ভবিষ্যতের পড়াশোনার জন্য অভিযোগ।

ঋণ নিয়ে অশান্তি

পর ওই ব্যক্তি আর ঋণ পরিশোধ করতে পারছিলেন না। তখন নিজের নামে ঋণের বিষয়টি জানতে পারেন ওই মহিলা। তাঁর দাবি, ‘আমি ঋণ পরিশোধ করার কথাই বলেছিলাম। কিন্তু আমার স্বামী আমাকে উলটে বেধড়ক মারধর করল। আগেও আমাকে মারধর করেছে।’ রবিবার রাতে তিনি থানায় অভিযোগ করেন। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

ভোটারদের নাম তোলার দাবিতে বাগডোগরায় সোমবার প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা করল সিপিএম। এর পাশাপাশি লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা প্রধানকে বিজেপি কর্মীদের দ্বারা হেনস্তা করা ও বিভিন্ন স্থানে সিপিএমের কার্যালয় ভাঙচুর করার প্রতিবাদও জানানো হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শীতল দত্ত, বাগডোগরা এরিয়া কমিটির সম্পাদক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

গ্রেপ্তার ২

চোপড়া, ৫ অক্টোবর : পাচারের আগেই ৩০০ বোতল কাফ সিরাপ সহ দুই তরুকে আটক করল বিএসএফ। রবিবার রাতে চোপড়া থানার ঘিরনিগাও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে তাঁরা ধরা পড়েন। পরে সোমবার ধৃতদের চোপড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃতদের নাম মহম্মদ শহিদুল ও আবুল কালাম।

আগের বছরের তুলনায় আক্রান্ত বেশি জেলায় ক্রমশ ভয় ধরাচ্ছে ডেঙ্গি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : এতদিন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বর্তমানে ক্রমেই থাবা চণ্ডা হচ্ছে ডেঙ্গি। শিলিগুড়ি শহরে এই মুহূর্তে একটি অ্যান্ডিভ ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগীর খবর সামনে এসেছে। পুরকর্তারা জানাচ্ছেন, শেষ ৩০ দিনে শহরে মোট সাতজন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, দার্জিলিং জেলায় মোট ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ১০০ ছাপিয়ে গিয়েছে। দার্জিলিং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা জানাচ্ছেন, গত বছর এই সময়ে আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম ছিল। ফলে স্বাস্থ্য দপ্তর উদ্বিগ্ন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জেলাজুড়ে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে, ভেক্টর কন্ট্রোল টিমের সদস্যদের কাজের গতি বাড়ানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

জেলার সমতল সহ পাহাড়ের পাদদেশ সংলগ্ন এলাকাস্থলিতে প্রয়োজন অনুসারে ফিভার ক্যাম্প করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি রক্তের নমুনা পরীক্ষাতেও বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক বলেন, ‘গত বছরের তুলনায় এবার আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা হলেও বেশি। তবে সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। প্রয়োজন অনুসারে জেলার বিভিন্ন এলাকায় ফিভার ক্যাম্প করা হচ্ছে। নমুনা পরীক্ষার সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে।’ পরিসংখ্যান বলছে, গত বছর এই সময় দার্জিলিং জেলায় প্রায় ৭০ জন ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মিলেছিল। এবার জেলার স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন, জানুয়ারি মাস থেকে এখনও পর্যন্ত জেলায় ১০০ জনেরও বেশি মানুষ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। সমতলের নকশালবাড়ি ব্লক এলাকায় এখনও পর্যন্ত সব



■ শেষ ৩০ দিনে শিলিগুড়ি শহরে মোট সাতজন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন

■ দার্জিলিং জেলায় মোট ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ১০০ ছাপিয়ে গিয়েছে

■ গত বছর এই সময়ে আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম ছিল

তার মধ্যে এই মুহূর্তে একটি অ্যান্ডিভ কেস। পুরনিগম সূত্রে খবর, ডেঙ্গিতে আক্রান্ত ওই ব্যক্তি শহরের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। স্বাস্থ্যকর্তারা আগেই স্পষ্ট করেছিলেন, সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের উপস্থিতিতে সম্প্রতি শিলিগুড়ি পুরনিগমে একপ্রস্থ প্রস্তুতি বৈঠকও সারা হয়েছিল। অন্যদিকে, জেলা শাসকও বিএমওএইচদের নিয়ে পৃথকভাবে বৈঠক সেরেছিলেন। তবে ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত রুখে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে পুজোর মরশুমে যাতে নতুন করে ডেঙ্গির প্রকোপ না বাড়তে পারে, তার জন্য এখন থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করতে শুরু করেছেন জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনের কর্তারা। প্রয়োজন অনুসারে আগামীদিনে নিয়মিতভাবে ফিভার ক্যাম্প করা হবে বলে জানা

গত বছরের তুলনায় এবার আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা হলেও বেশি। প্রয়োজন অনুসারে জেলার বিভিন্ন এলাকায় ফিভার ক্যাম্প করা হচ্ছে। নমুনা পরীক্ষার সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে।

তুলসী প্রামাণিক

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

গিয়েছে। সেইসঙ্গে আক্রান্তের তথ্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট এলাকায় নজরদারি চলছে। কোথাও জল ও মশার লাভা জমে রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার ক্ষেত্রে ভেক্টর কন্ট্রোল টিমের সদস্যদের কাজে লাগানো হচ্ছে।



পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

যরে ফেরা।। গঙ্গারামপুরে ছবিটি তুলেছেন গতিসত্তম সাহা।

স্বর্গিত বোর্ড গঠন

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৫ অক্টোবর : আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং নিরাপত্তা শিবির ইতিমধ্যে বিজেপির শরিক যোার্থ জনমুক্তি মোচার্জি (জিজেএম) যোগ দিয়েছে। অন্যদিকে অপসারিত সভাপতি তাঁর পক্ষের সদস্যদের নিয়ে সম্প্রতি ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি মর্মে নিবাচিত সদস্যদের চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে ৬ অক্টোবর বোর্ড গঠনের দিন ধার্য করে ঘোষণা করেছিল প্রশাসন। এদিন ইসলামপুরের বিডিও পিনাকী দেবনাথ বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। উর্ফতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী আগামীতে ফের দিন ধার্য হবে তা আবার জানিয়ে দেওয়া হবে।’ এদিকে আচমকা প্রশাসনের এহেন অবস্থানে রাজনৈতিক জল্পনা তুঙ্গে। বর্তমানে ইসলামপুরজুড়ে চর্চার অন্যতম বিষয় পরিণত হয়েছে এই বোর্ড গঠন।

বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছিলই। পুরোনো বোর্ডের বিজেপির দুই সদস্য বনিতার পক্ষে



ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতি

দিয়েছেন। বোর্ড দখলে রাখতে ২০ জন সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন। অন্যস্থার পক্ষে রিমুতাল মিটিংয়ে ২০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অপসারিত সভাপতি বনিতা দাস সরকারের সঙ্গে রয়েছেন ১৬ জন সদস্য। এদিকে বিজেপির দুই সদস্য বনিতার পক্ষে

সমর্থন দিতে পারেন বলেও মনে করা হচ্ছে। ফলে অনাস্থার পক্ষে থাকা শিবির থেকে আরও দুইজন সদস্যের সমর্থন জোটাতে পারলেই বনিতা গোষ্ঠী বাজিমাতে করতে পারবে বলে চর্চা। এদিকে অনাস্থার পক্ষে থাকা জিজেএম শিবিরের জুবের আলম বলেন, ‘এনসিপিআই গোষ্ঠী আমাদের সদস্যদের ধমকাচ্ছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করতেই ছক কষে এসব করা হচ্ছে।’ পালটা এনসিপিআই দলে নাম লেখানো অপসারিত সভাপতি বনিতার স্বামী তথা প্রাক্তন সভাপতি শ্যামল সরকার বলেন, ‘ভিত্তিহীন অভিযোগ নিয়ে মন্তব্য করব না। তবে প্রশাসন নিরাপত্তার স্বার্থে ভেবেচিন্তেই প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রশাসনের পদক্ষেপকে স্বাগত জানাচ্ছি।’

এদিকে বোর্ড গঠনে পদ্ম শিবিরের প্রভাবশালী অংশও আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে বলে শুভেন তুঙ্গে। যদিও বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলার সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলেন, ‘আমাদের কলকাঠি নাড়ার প্রশ্নই নেই। নিরাপত্তাজনিত কারণে প্রশাসন যথাযথ সিদ্ধান্তই নিয়েছে।’

পুজো আসার আগে গ্রাম-শহরের বাতাসে বদলে যায় গন্ধ, রং, শব্দ। নতুন জামার টান, কাশফুলের দোলা, ঢাকের অপেক্ষা- সব মিলিয়ে উৎসবের সেই চেনা ডাক। সেই ডাকের নামই ‘আগমনী’

পুজোয় ছুঁতমার্গ থাকে দূরে



তামালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : বাংলাদেশের ফরিদপুরে থাকার সময় খুব ছোটবেলায় একবার দুর্গা ঠাকুরের মুখ দেখতে পাননি প্রয়াত নিরঞ্জন চক্রবর্তী। বাংলাদেশ থেকে সাত বছর বয়সে যখন ভারতবার্ষিক চলে আসেন, তখন থেকেই বাড়িতে দুর্গাপূজা করার সুপ্ত বাসনা ছিল তাঁর। রেলের চাকরি পাওয়ার পর সেই স্বপ্ন অবশেষে সফল হয়। শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ায় নিজের বাড়িতে দুর্গাপূজা শুরু করেন নিরঞ্জন। নিজের হাতেই মায়ের পূজো করতেন। চলতি বছরে ৫৫



গতবারের চক্রবর্তীবাড়ির পুজোয় সিঁদুরখেলা। -ফাইল চিত্র

পাশাপাশি চলে সাংস্কৃতিক আড্ডাও। বাড়ির এই পূজোতে যোগ দিতে কলকাতার পাশাপাশি লন্ডন থেকেও আত্মীয়রা আসেন। পুজোর দিন যত এগিয়ে আসছে, প্রস্তুতিও বাড়ছে পরিবারে। বাড়িতেই দেবীর মন্দির রয়েছে। প্রায় ৩২ বছর ধরে

পারেন না বলে আমরা বিশ্বাস করি।’ তিথি মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে কয়েকদিন রাতে ঘুম ছেড়ে চলে জমিয়ে আড্ডা। নবমীতে পরিবারের লোকজনের নাচ, গান, নাটকের মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মাতেন।

পুজোর কয়েকদিন নিজের হাতে ভোগ রান্না করে থাকেন বাড়ির বৌ কৃষ্ণা চক্রবর্তী ও বহিঃশিখা চক্রবর্তী। কৃষ্ণা বলেন, ‘এত লোক দেখে অনেকে ভাবেন এটা কোনও ক্লাবের পুজো। পাড়ার লোকেরাও এই পুজোর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। পুজোর দিনগুলিতে নিরামিষ ভোগে মাকে পায়স, পিঠে, পাঁচ রকমের ভাজা সহ আরও অনেক পদের রান্না নিবেদন করা হয়। দশমীতে পুজো শেষ হওয়ার পর আমিষ খাওয়া হয়।’

অন্যদিকে, তপনের পাশাপাশি তাঁর ভাই বাদল চক্রবর্তীও পুজোর তদারকির দায়িত্বে থাকেন। লম্বা ছুটি নিয়ে আসেন বাড়ির ছেলেকয়েদারোও। সারাবছর তাঁরা এই কয়েকদিনের জন্য অপেক্ষায় থাকেন।

পুজো নয়, যেন হাতে গড়া সংসার

কলেজপাড়ার শতরূপা

পুজোয় ব্যস্ততা আর আনন্দ পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে হাঁটে। ভোগের রান্না থেকে নাচের মহড়া, পুজোর বাজার থেকে দেবী বরণ— সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন পাড়ার মহিলারা। প্রজন্ম পেরিয়ে তাঁদের হাতেই বেঁচে রয়েছে ঘরোয়া ইতিহাস।।



তামালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : সন্ধ্যা নামলেই কলেজপাড়ার শতরূপা পুজো কমিটির ঘরে অন্য ব্যস্ততা। ভোগে কী পদ থাকবে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কী হবে, পুজোর কোন দিন কোন সাজে সবাই সেজে উঠবেন—চলছে তারই আলোচনা। একটু পরেই শুরু হবে নাচের মহড়া। ‘লীলাবালি’, ‘দোল দোল দোল তোল পাল তোল’-এর তালে জমে উঠবে পুজোর প্রস্তুতি। বাংলার প্রবাদ, ‘যে রাখে, সে

চুলও বাঁধে’। শতরূপার মহিলারা যেন সেই কথাটাকেই সত্যি করে দেখাচ্ছেন। সংসার সামলানোর পাশাপাশি দুর্গাপুজোর আয়োজনের দায়িত্বও তাঁদের কাঁধে। জাঁকজমক নয়, নিষ্ঠা আর একসঙ্গে থাকার আনন্দই এই পুজোর মূল আকর্ষণ। পুজো যত এগিয়ে আসে, কাজের চাপ বাড়ে।

অর্চনা চৌধুরীর উদ্যোগে পাড়ায় এই পুজোর শুরু। সেই সময় থেকেই মহিলারা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখন সক্রিয়ভাবে রয়েছেন ৩৩ জন। শম্পা দত্ত, রাধি দাশগুপ্ত, প্রিয়া চৌধুরী, শিখা বাসু, মিতালি অধিকারী সহ প্রবীণ মহিলারা ভোগ রান্নার দায়িত্বে থাকেন। পোল্লার, ভাজা, পায়স, বিচুড়ি সহ নানা পদ থাকে। দশমীতে দেবীকে দেওয়া হয় পাত্যভাত, কচুশাক ও ইলিশ মাছ। নাড়, মুড়কি, পাটিসাপটাও নিজেদের হাতে তৈরি করে নিবেদন করেন তারা।

ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য বলেন,



পুজোর আগে নাচের রিহাসালে ব্যস্ত শতরূপার মহিলারা।

প্রতিমা বরণ থেকে পুজোর বাজার করা, ভোগের রান্না— সব কিছুই আমরা একসঙ্গে মিলে করি।’ মৌমিতা বিশ্বাসরা বলেন, এই পুজোর

ইতিহাস ধরে রাখার চেষ্টা সবাই মিলে করছেন তাঁরা। অনুষ্ঠানের জন্য নাচের অনুশীলনে এসে মৌমিতা দত্তরায় বলছিলেন, ‘বিয়ের পর থেকেই এই পুজোর সঙ্গে জড়িত রয়েছি। পুজোতে সক্রিয়ভাবে যাতে প্রতিটি কাজে অংশ নিতে পারি, সেজন্য স্বামীর কাছ থেকেও খুব সহযোগিতা পেয়ে থাকি।’

আগে আরও বেশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। এখন আয়োজন কিছুটা বদলালেও আটপৌরে, ভক্তিবরা সেই আবহটাই শতরূপার পুজোর আসল পরিচয়। এই পুজোয় আলাদা করে চোখে পড়ে না কোনও জাঁকজমক। বরং চোখে পড়ে একসঙ্গে থাকার ছবি। ভোগ রান্নার গন্ধ, নাচের মহড়া, পুজোর বাজারের ব্যস্ততা আর দেবী বরণের অপেক্ষা— সব মিলিয়ে এই পুজো যেন এলাকার মহিলাদের নিজের হাতে গড়ে তোলা এক সংসার।

গিরা মোহি

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৫ অক্টোবর : এবার ইসলামপুর শহরের ক্ষুরিরামপল্লি সর্বজনীন দুর্গা মন্দিরের পুজো ৪৯তম বর্ষে পড়ছে। এই বছর তাদের থিম ‘গোত্র’। যার মধ্যে জড়িয়ে আছে সনাতনের প্রাচীন ঐতিহ্য, ঋষি-পরম্পরা ও আত্মপরিচয়ের ইতিহাস। মণ্ডপসজ্জায় থিম ফুটিয়ে তোলার দায়িত্বে থাকা বাপ্পা চক্রবর্তী বলেন, ‘গোত্র শুধু একটি নাম নয়, এটি আমাদের শিকড়ের সঙ্গে সংযোগের সেতুবন্ধন। আজকের প্রজন্মের কাছে সেই শিকড়ের সঙ্গে পরিচয় করাতেই আমরা চেষ্টা করছি। কারণ, প্রাচীনকালের ঋষিদের জ্ঞান, সাধনা ও মানবকল্যাণের আদর্শ আজও আমাদের পথ দেখায়।’

পুজোর উদ্যোক্তাদের মতে, জ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎস হল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। তাই তাঁদের পুজোমণ্ডপের বিভিন্ন অংশে ফুটে উঠবে গীতার নিবাচিত শ্লোক ও তার অন্তর্নিহিত জীবনদর্শন। পুজো কমিটির সম্পাদক প্রসেনজিৎ সেনের কথায়, ‘আমাদের বাজেট পাঁচ লক্ষ টাকা। গীতার বাণী- ‘কর্ম করো, কিন্তু ফলের প্রতি আসক্ত হয়ো না’, আমাদের শেখায় সত্য, কর্তব্য, আত্মসংযম ও ন্যায়ের পথে অবিশল্য থাকতে। গোত্রের শিকড় আমাদের অতীতের সঙ্গে যুক্ত করে, আর গীতার

বাণী আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথ দেখায়। এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির এক গভীর আত্মিক পরিচয় তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।’

ক্ষুরিরামপল্লি সর্বজনীনের স্থায়ী মন্দির রয়েছে। সামনের ফাঁকা জায়গায় তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। সেখানে প্রবেশ করতেই দর্শনাধীরা গোত্র সহ ঋষিদের দেখতে পারবেন। গীতার শ্লোক সহ তার ব্যাখ্যার ব্যবস্থাও থাকবে। পুজো কমিটির সদস্য বিকি দাসের প্রতিক্রিয়া, ‘আমাদের এই আয়োজন শুধু আলোকসজ্জা বা প্যাণ্ডেলের সৌন্দর্য নয়, এখানে ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতির দৃশ্যমান উপস্থাপনা হতে চলেছে। আমাদের মণ্ডপে প্রাচীন ঋষি-পরম্পরার স্মৃতি মিলবে আধুনিক শিক্ষাভাবনার সঙ্গে। প্রতিটি শ্লোক আমাদের মনে করিয়ে দেবে, জ্ঞান তখনই সার্থক, যখন তা মানুষের জীবনকে আলোকিত করে। মা দুর্গার আরাধনার মধ্য দিয়ে আমরা শক্তি, সত্য, সাহস ও কল্যাণের প্রার্থনা করার প্রয়াস করছি।’ বিকির সংযোজন, ‘আমাদের থিম প্রস্তুতিতে পরিবেশবান্ধব জিনিষ ব্যবহার করছি।’



শিবানীর মৃত্যুতে ধৃত প্রেমিক

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : সম্ভেহের জেরে সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হলোও সম্প্রতি দুজন নতুন করে কাছাকাছি এসেছিলেন। তার পরিত্রি কি শিবানীর মৃত্যু? উঠে আসছে এমন প্রশ্ন। গত ৯ সেপ্টেম্বর পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গনিগরের একটি বাড়ি থেকে পেশায় বার টিকাকর্মী শিবানীর তুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এক্ষেত্রে রানা দে নামে এক তরুণের বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে শিবানীর পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ঘটনার এক মাসের মধ্যে শিবানীর প্রেমিক রানাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ফকদইবাড়ি এলাকায় ভাড়া থাকা রানাকে গ্রেপ্তারের পর একপ্রস্থ জেরা করেছে পুলিশ। পুলিশ জানতে পেরেছে, শিবানীর মৃত্যুর আগের রাতে তাঁর পেশা নিয়ে দুজনের মধ্যে বামেলা হয়। শিবানীকে কাজ ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিলেন রানা। তবে তার জন্য শিবানী আত্মঘাতী হবেন, তা নাকি তিনি বুঝতে পারেননি বলে পুলিশকে জানিয়েছেন রানা। তবে ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জামাল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বারে যাওয়া-আসার সূত্র ধরেই রানার সঙ্গে পরিচয় শিবানীর। ধীরে ধীরে সেই পরিচয় প্রেমের সম্পর্ক গড়ায়। দুজনে বিয়েও করেন। শিবানীর পরিবার অভিযোগ করেছে, বিয়ের পরই রানা খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করেন। শুরু হয় মানসিক আত্যাচার। মূলত শিবানীর পেশাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া সম্ভেহ বামেলার মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাঝে ওই তরুণী রাজস্থানের বাড়িতে চলে যাওয়ায় তাঁদের সম্পর্কে ভাঙন ধরে। কিন্তু শিবানী কিছুদিন পর ফিরে আসতেই দুজনের সম্পর্ক নতুন করে জোড়া লাগে। প্রথম দিকে সবকিছু ঠিক থাকলেও কিছুদিন না যেতেই ফের শুরু হয় দুজনের বামেলা। তবে শুধুই কি সম্পর্কের টানাপোড়েনে শিবানীর মৃত্যুর জন্য দায়ী? গত মাসে শিবানীর দেহ উদ্ধারের দিন গোটা ঘটনার তত্ত্বের দাবি জানিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর জিতেন্দ্র সারিন। ওই বাড়িতে একের পর এক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে বলে দাবি করেছিলেন তিনি। এদিন তিনি বলেন, ‘আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে, ওই তরুণীকে খুন করা হয়েছে। অত্মহত্যা করে থাকলেও ঘটনার পেছনের কারণ কী, সেটা প্রকাশ্যে আনার দাবি জানিয়েছিলাম। তবে পুলিশ এখন আগের মতো নেই। সক্রিয়তা দেখিয়ে একজনকে ধরছে। পরিবারটিকে সহায়তার জন্য আমরা ওয়ার্ডবাসী প্রস্তুত রয়েছি।’

নমুনা সংগ্রহ

বাগডোগরা, ৫ অক্টোবর : বাগডোগরার তারাবাড়িতে গোেক চুতির অভিযোগে গণপিটুনিতে দুই ব্যক্তির মৃত্যুতে সোমবার ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করলেন জলপাইগুড়ি রিজিওনাল ফরেনসিক সার্কেল ল্যাবরেটরির পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল। পুলিশের একটি দলও এদিন ঘটনাস্থল থেকে নমুনা ও পাথরে লেগে থাকা রক্তের মাটিও সংগ্রহ করে। এদিনও তারাবাড়ি এলাকাজুড়ে খমখমে পরিবেশ ছিল। জোেকবন্দে তদন্ত চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বৈঠকে পুর কমিশনার

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : দায়িত্ব নেওয়ার পর সোমবার প্রথম কাজে যোগ দেন পুর কমিশনার বন্দ্যবাসী তেজা দীপক। এদিন শুরুতেই তিনি বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন। বৈঠকের মাধ্যমে তিনি শিলিগুড়ি শহরের নানা সমস্যা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেন। একইসঙ্গে পুজোর মরশুমে জঞ্জাল সাফাই, রাস্তা সংস্কার ও পথবাতি সংক্রান্ত বিষয়ে খোঁজখবর নেন। এদিনই তিনি রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে

হয় বন্ধু মিলে কার্সিয়াংয়ে। ফেরার পথে রোহিণীতে দুর্ঘটনা। তবু নিজের জীবন বাজি রেখে বন্ধুদের ঝাঁপ দিতে বলেন অভিষেক। শিলিগুড়ির তরুণকে কুর্ণিশ জানাচ্ছে শহর। এদিন অভিষেকের নিখর দেহ বাড়িতে নিয়ে এলে তিলধারণের জায়গা ছিল না এলাকায়।

জীবন দিয়ে বন্ধুদের রক্ষা

শেষপর্যন্ত স্টিয়ারিংয়ে হাত অভিষেকের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে নিজের জীবন দিয়ে বন্ধুদের বাঁচালেন শিলিগুড়ির এক তরুণ। শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার বাসিন্দা ওই তরুণের নাম অভিষেক সাহা (২৮)। তিনি বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহার ছেলে। রবিবার কার্সিয়াং থেকে ফেরার সময় রোহিণীর রাস্তায় ব্রেক ফেল করে তাঁদের গাড়িটি প্রায় ২৫০ মিটার গভীর খাদে উলটে পড়ে। বিপদ আসন্ন বুঝতে পেরে নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করে অভিষেক আগেই বন্ধুদের একে একে গাড়ি থেকে বাঁপ দিতে বলছিলেন। সেইমতো বন্ধুরা চলন্ত গাড়ি থেকে বাঁপ দিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন। কিন্তু অভিষেক আর বাঁচাতে পারেননি চালকের আসনে থাকা অভিষেক। গাড়ি নিয়ে গভীর খাদে পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

খাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে উপস্থিতবৃদ্ধি ও সাহসিকতার যে পরিচয় অভিষেক দিয়েছেন, তা আজ শিলিগুড়ির মানুষের মধ্যে মুখে ফিরছে। এই ঘটনায় এখনও পাঁচ বন্ধু সায়েন পাল, জিষ্ণু সাহা, সৌভাগ্য সরকার, দেবাশিশু পোদ্দার ও পূর্ণজিৎ পাল চিকিৎসার্থী। সায়েন বাবে ব্যক্তিরের চিকিৎসা চলছে মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে।

একমাত্র ছেলে অভিষেককে এভাবে অকালে হারিয়ে ভেঙে

পড়েছেন বাবা বাপি আর মা নন্দিনী সাহা। তবে, নিজের জীবনকে বাজি রেখে যেভাবে অভিষেক বন্ধুদের বাঁচিয়েছেন, তাতে তাঁকে কুর্ণিশ জানাচ্ছে শিলিগুড়ি।

সোমবার বিকেলে অভিষেকের নিখর দেহ বাড়িতে নিয়ে এলে তিলধারণের জায়গা ছিল না এলাকায়। কাতারে কাতারে মানুষ



হাকিমপাড়ায় অভিষেকের বাড়ির সামনে ভিড়। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

তাঁদের বাড়ির সামনে ভিড় করেন। অভিষেকের ভীষণ প্রিয় পোষাটিও তার মনিবের দেহের কাছ থেকে সরতে চাইছিল না।

রবিবার বিকেলে নিজের বিলাসবহুল জিপে পাঁচ বন্ধুকে চাপিয়ে কার্সিয়াং বুকেতে গিয়েছিলেন অভিষেক। ফেরার সময় রাত হয়ে যায়। অভিষেকের এই গাড়িতে থাকা তাঁর বন্ধু সায়েন নার্সিংহোমে শয্যাায় শুয়ে ঘটনার বিবরণ দিতে

ছিল। পরে অভিষেক গাড়ি চালু করে বলল যে, ব্রেক কাজ করছে। সবাই উঠে পড়। তারপর আমরা আবার গাড়িতে উঠি। ধীরে ধীরে নেমে যাব, এই কথা হয়। কিন্তু চালু রাস্তায় গাড়ির গতি এমনিতেই বেড়ে যায়। বেশ কয়েকটি বাক পেরিয়ে আসার পর আবার অভিষেক জানায় যে ব্রেক কাজ করছে না। ও হঠাৎ আমাদের বলে যে, তোরা একে একে দরজা খুলে গাড়ি থেকে বাঁপ দে।

চারিদিকে তখন অন্ধকার। আমরা দরজা খুলে যে যেদিকে পেরেছি ঝাঁপ মেরেছি। আমি পাহাড়ের দিকে ছিলাম বলে সেদিকেই ঝাঁপাই। বাকিরা হয়তো উল্টো দিকে ঝাঁপ দিতে গিয়ে তাদের দিকে গিড়ে পড়েছে। তারপরে আর কিছু মনে নেই। পরে স্থানীয়রা এসে টানাটানি করার পর জানলাম যে গাড়ি খাদে পড়েছে।

অভিষেক যে আর নেই, তা শুনে সায়েনের চোখের কোনায় তখন জল। বারবার বলছিলেন, ‘দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব। ও আমাদের বাড়িয়ে নিজের জীবনটা দিয়ে দিল।’ সম্ভবত খাদে গাড়ি উলটে যাওয়ার সময় স্টিয়ারিং ধরে বসে থাকা অভিষেক আর সেখান থেকে বের হওয়ার সুযোগ পাননি। গভীর রাতে দমকলকর্মীরা খাদ থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করেন। এই ঘটনায় শুরুতর জখম সায়েন শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। তাঁর কলারবোন ভেঙে গিয়েছে। মাথা সহ পুরো শরীরে চোট।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি পাহাড়ি রাস্তা থেকে সোজা খাদে গিয়ে পড়ে। বিকট শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ খবর দেওয়া হয়। খাদের গভীরতা ও অন্ধকারের জন্য উদ্ধারকারীরা চালাতে চরম বেগ পেতে হয় উদ্ধারকারীদের। পরে স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টায় খাদ থেকে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গাড়িটির ভেতর থেকে অভিষেকের দেহ উদ্ধার করা হয়।

দুষ্কৃতীদের রুখতে গিয়ে ফাটল মাথা

ইসলামপুর, ৫ অক্টোবর : ইসলামপুর থানার ধনতলা এলাকায় রবিবার গভীর রাতে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুতির ঘটনা ঘটে। মজহর আলম নামে ওই ব্যবসায়ী এ নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। দুষ্কৃতীদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাদের হামলায় মাথা ফেটেছে মজহরের স্ত্রী মারুফা খাতুনের। মজহর এবং তাঁর শিশুকন্যাও দুষ্কৃতীদের হামলায় জখম হয়েছে। পরিবারের দাবি, গভীর রাতে জনা কয়েক লক্ষ টাকা বাড়ির গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে পরিবারের সদস্যদের মারধর করে। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা প্রথমে পরিবারের সদস্যদের কাছে টাকা ও সোনার গয়না দাবি করে। গৃহবধূর কাজ থেকে হিরের লকেট সহ সোনার চেন ছিনিয়ে নেয় তারা। এরপর বাড়ির আলমারি ও লকার তখনই করে নগদ টাকা, সোনার গয়না এবং তিনটি মোবাইল ফোন নিয়ে চম্পট দেয়।

পরিবার সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, পার্সে থাকা প্রায় ১০-১২ হাজার টাকা এবং ব্যবসার কাজে রাখা আড়াই লক্ষ টাকা নগদ চুরি গিয়েছে। অভিযোগ, প্রায় ২০ থেকে ২৫ মিনিট ধরে বাড়িতে তাত্ত্ব চালায় দুষ্কৃতীরা।

ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগে জল নেওয়ার নাম করে এক ব্যক্তি বাড়িতে এসেছিল বলেও দাবি পরিবারের। ফলে ঘটনাটি পরিকল্পিত কি না, তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছে তাঁরা। বাড়িতে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কে রয়েছে পরিবার।

প্রশিক্ষণ শিবির

চোপড়া, ৫ অক্টোবর : বিকল্প ও লাভজনক চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করতে হাপতিরাগু গ্রাম পঞ্চায়েতের জিরোপানি গ্রামে ‘মিলেট ফার্ম স্কুল’ চালুর উদ্যোগ নিল ইসলামপুর মহকুমা কৃষি দপ্তর। সোমবার কৃষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে কৃষকদের মাঠে নিয়ে গিয়ে মিলেট চাষের পদ্ধতি দেখানো হয় বলে জানান ইসলামপুর মহকুমা সহ কৃষি অধিকর্তা মেহেফুজ আহমেদ।

বাড়ির সামনে ভেঙে পড়ল পাড়া

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : তখনও অভিষেকের দেহ হাকিমপাড়ার বন্ধিমচন্দ্র রোডের বাড়িতে আসেনি। তবে তখনই গোটা পাড়া কার্যত ভেঙে পড়ে তাঁদের বাড়ির সামনে। ময়নাতদন্তের পর রবিবার বিকেলে দেহ নিয়ে আসা হয় বাড়িতে। অভিষেকের বাড়ির সামনে সেসময়ে তিলধারণের জায়গা ছিল না। অগণিত মানুষ শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় গঠিয়েছিলেন। অনেকেই বললেন, ‘ভীষণ মিশুকে ছিল ছেলোটা। হঠাৎ কীভাবে একটা তরতাজা প্রাণ নিতে গেল।’

অভিষেকের অকালে চলে যাওয়া তাঁর বাবা বাপি সাহার সঙ্গে জ্যাঠা সুরত সাহার দীর্ঘদিনের দুরত্ব কমিয়ে দেয়। বাপি ও সুরত পরিবার নিয়ে দু’পাড়ায় থাকেন। কিন্তু পরিবারের একমাত্র ছেলে অভিষেকের মৃত্যুর ঘটনা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না বাপির দাদা সুরত। ভাইপোর মরদেহ যখন শেষবার বাড়িতে এলে, সেখানেই দেখা গেল ডুকেই ডুকেই কাঁচছেন সুরত।

বাড়িতে অভিষেকের দেহ নিয়ে আসার আগেই তার পরিবারকে সান্থনা দিতে পৌঁছে যান শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব, নান্টু পাল সহ অন্যদের। দরজা, ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদকের ছেলে অভিষেক সাহার মৃত্যু খবর পেয়ে সোমবার বিধান মার্কেটের বেশকিছু দোকান বন্ধ রাখেন ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি রাজু সাহা বলেছেন, ‘ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা নিয়ে সংগঠনের তরফে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে ব্যবসায়ীরা নিজের সিদ্ধান্তেই হয়তো দোকান বন্ধ রেখেছিলেন।’



■ রবিবার রাত ৮টা ১৫ মিনিট নাগাদ কার্সিয়াং থেকে ৫ কিলোমিটার নীচে রোহিণী রোডে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু অভিষেকের

■ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি গভীর খাদে গিয়ে পড়ে

■ তবে গাড়ি থেকে বাঁপ দিয়ে প্রাণে বাঁচে পাঁচ বন্ধু জিষ্ণু সাহা, সায়েন পাল, সৌভাগ্য সরকার, দেবাশিশু পোদ্দার ও পূর্ণজিৎ পাল

রবিবার রাত ৮টা ১৫ মিনিট নাগাদ কার্সিয়াং থেকে ৫ কিলোমিটার নীচে রোহিণী রোডে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় অভিষেকের। দুই ভাই সুরত সাহা এবং বাপি

সাহার মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধ থাকলেও এদিন বাপির ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে আসেন সুরত। জনতার ভিড়ের মাঝেই বিজেপি নেতা তথা বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি রাজু সাহা বলছিলেন, ‘অভিষেক আমাদের আত্মীয়। ওঁর মৃত্যুতে খুব বড় ক্ষতি হয়ে গেল।’ গৌতম দেবের বক্তব্য, ‘ভীষণ মমহত। বাড়ির একটাই ছেলে ছিল। ২৮ বছর বয়সেই তরতাজা প্রাণ এভাবে চলে গেল।’

এদিকে, ঘটনার পর সরকারি অ্যাড্‌ভল্যাট না পাওয়া, পুলিশ এবং দমকল দেরিতে পৌঁছানোর অভিযোগ তুলেছেন রোহিণীর কার্গিলদাতার বাসিন্দারা। তবে কার্সিয়াং পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খবর পেয়েই একজন অফিসার এবং দুই কনস্টেবলকে নিয়ে একটি পুলিশ ভ্যান ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। খবর পেয়েই আইসি কার্সিয়াংও সুকনার ওসিকে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলেরে উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। পুলিশের এক আধিকারিকের বক্তব্য, ‘ওই রাতেই ডাউহিলে একটি বাড়িতে আশ্রম লেগেছিল। সেখানেই পুলিশ ভ্যান এবং দমকলের দুটি ইঞ্জিন চলে যায়। ফলে ব্যাঘ হয়ে কার্গিলদাতার ঘটনা জানার পর মাটিগাড়া অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র থেকে ইঞ্জিন ডাকা হয়। এতটা পথ পেরিয়ে সেই ইঞ্জিন পৌঁছাতে সময় নিয়েছে।’

প্রকৃতির কোলে খেলা...



বালুরঘাট রকে তারাগঞ্জ গ্রামে। সোমবার ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সরকার।

মিড-ডে মিল বন্ধে ক্ষোভ

চোপড়া, ৫ অক্টোবর : পড়ুয়ারের মিড-ডে মিল না দেওয়ার সোমবার উত্তেজনা ছড়ায়। হাপতিরাগু গ্রাম পঞ্চায়েতের মতে, ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহম্মদ মমতাজ আলম জানান, রান্নার গ্যাস শেষ হয়ে যাওয়ায় মিড-ডে মিল দেওয়া সম্ভব হয়নি। বিষয়টি স্কুল পরিদর্শকের নজরে আনা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে নিয়মিত মিড-ডে মিল পরিবেশন করা হবে। চালের মান নিয়ে তিনি বলেন, ‘মজুত কিছু চাল আছে। সেই চাল বাড়াই-বাড়াই করে চলছে। নতুন চাল আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সমস্যা মিটে যাবে।’

দুর্ঘটনায় জখম ২

চোপড়া, ৫ অক্টোবর : বাইক ও স্কুটারের সংঘর্ষে জখম হলেন দুজন। সোমবার ঘটনাটি ঘটে জাতীয় সড়কের সোনাপুর অয়েল ইন্ডিয়া মোড় এলাকায়। সংঘর্ষের জেরে বাইক আরোহী ও স্কুটারে থাকা মহিলা ছিটকে পড়ে জখম হন। পুলিশ দুর্ঘটনাপ্রস্তু বাইক ও স্কুটার উদ্ধার করে চোপড়া থানায় নিয়ে যায়।

বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাজিমের যুক্তি, ‘ফ্যান তো আছে।’ পানীয় জল, শৌচাগার নেই কেন? তাঁর দাবি, ‘বিমানবন্দরে কাজ চলছে, নতুনভাবে সবকিছু থাকবে।’ কিন্তু এখানে এতদিন পরিস্কারের প্রশাসন, ‘খোঁজ নিতে বলা হয়েছে। যদি মিটিয়ে দেওয়া হয়।’ তৃণমূল কাজ না হয়ে থাকে, তাহলে আবার কাজ করতে বলা হয়েছে। তবে কেউ

নজরদারি

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যু যাতে না ঘটে, তার জন্য উদ্যোগী হল মৃত্যু ঘটছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে। তা এলাকায় যৌথ পরিদর্শন, বাসিন্দাদের সচেতন করার ওপর জোর দিচ্ছে প্রশাসন। সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমার ব্যাংডুবিতে আয়োজিত প্রশাসনিক এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলার রাজস্ব রক্তের বেলোকোবর

নোথাবাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একটি হাতির মৃত্যু হয়। নতুন করে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, তার জন্য সতর্ক বন দপ্তর। একসময় ভারত-নেপাল সীমান্তে একাধিক হাতির মৃত্যু ঘটছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে। তা মনে রেখেই এদিনের বৈঠকেও কার্সিয়াং ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত জঙ্গল এলাকাগুলিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। কার্সিয়াং ডিভিশনের এক আধিকারিক বলেন, ‘ভারত-নেপালের মধ্যে হাতি যাতায়াত করে। ওই এলাকায় যাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যু না ঘটে, তা দেখতে এসএসবিকে বলা হয়েছে।’

বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনে পরিষেবায় ক্ষোভ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৫ অক্টোবর : নানা সমস্যায় ভুগছে বাগডোগরা বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনের বাবুরাে। গরমে হািসফাস অবস্থা হলেও ফ্যান পর্যন্ত নেই। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেলেও নেই পানীয় জলের বন্দোবস্ত। অপেক্ষা করার জন্য কিছু সময় বসতে চাইলেও পর্যাপ্ত বসার জায়গা নেই। এমনকি শৌচাগার পর্যন্ত নেই। এ নিয়ে অনেকদিন ধরেই অভিযোগ তুলছিলেন যাত্রীরা। কিন্তু বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে উদাসীন বলে অভিযোগ।

সোনিয়া থাপা নামে এক মহিলা বলেন, ‘সকালে দার্জিলিং থেকে এসেছি। আমরা মেয়ে দিল্লি থেকে আসবে বলে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এই রকম দাঁড়িয়ে আছি।’

অফ সিজনেও প্রতিদিন বাগডোগরা দিয়ে গড়ে ৩৫টি বিমান চলাচল করে। যাত্রীসংখ্যা গড়ে প্রতিদিন ৯ হাজার। যাত্রীদের রিসিড করা এবং পৌঁছে দেওয়ার জন্যও অনেককে যেতে হয়, টার্মিনালের সামনে অপেক্ষা করতে হয়। বিমানের দেরি হলে অপেক্ষাপূর্ণ দীর্ঘ হয়। অত্ধ সাধারণ পরিষেবাও পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ

উঠছে। বিশেষ করে মহিলা, বয়স্ক, অসুস্থ, বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের বেশি সমস্যা হয়।

বাগডোগরা বিমানবন্দরে এক



পুলিশকর্মী বলেন, ‘এই গরমেও সুরিন্দর সিং নামে যাত্রীর কথায়, ‘লাগেজ নেওয়ার টিকিটগুলো অধিকাংশই খারাপ হয়ে গিয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণও করা হয় না।’

এ নিয়ে পুলিশের এক আধিকারিক জানানো, মিটিংয়ে বারবার পরিষেবা নিয়ে কথা তুলি, কিন্তু কর্তৃপক্ষ কিছুই করে না। অভিযোগ বিমানবন্দরে গিয়ে অ্যারাইভাল গেটের সামনে থেকে

করতে হয়। এখানে পানীয় জলের ব্যবস্থাটুকু নেই। শৌচাগার না থাকায় মহিলাদের ভীষণ অসুবিধা হয়। টার্মিনালের সামনেই একটি ক্যান্টিন ছিল, সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাজিমের যুক্তি, ‘ফ্যান তো আছে।’ পানীয় জল, শৌচাগার নেই কেন? তাঁর দাবি, ‘বিমানবন্দরে কাজ চলছে, নতুনভাবে সবকিছু থাকবে।’ কিন্তু এখানে এতদিন পরিস্কারের প্রশাসন, ‘খোঁজ নিতে বলা হয়েছে। যদি মিটিয়ে দেওয়া হয়।’ তৃণমূল কাজ না হয়ে থাকে, তাহলে আবার কাজ করতে বলা হয়েছে। তবে কেউ



হুঁশিয়ারি

ডিজে নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা না থাকলে সরকারি, সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে লাইউস্পিকার ভাড়া না দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিল মাইক ব্যবসায়ীদের সংগঠন ‘সাঁউথ বেঙ্গল ইলেক্ট্রিক্যাল ডিস্ট্রিট কমিটি’। সম্প্রতি পুজোয় ডিজে ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় তারা হেনস্তা হন।



মামলা স্থানান্তর

বীরভূমের টুলু মণ্ডলের মামলা এবার স্থানান্তরিত হচ্ছে সিউড়ির বিশেষ আদালতে। সোমবার সরকারি আইনজীবীর এই সংক্রান্ত আবেদন মঞ্জুর করেছে সিউড়ি আদালত। অতিরিক্ত জেলা জজের বিশেষ আদালতেই পরবর্তী প্রক্রিয়া চলবে।



শ্রমিকদের সুখবর

জুটমিল শ্রমিকদের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে চারতলা আবাসন তৈরির ঘোষণা করলেন পরিসহনমন্ত্রী অর্জুন সিং। এতে প্রত্যেক শ্রমিক পরিবার পাবে ৪৫০ স্কোয়ারফুটের দু’কামারার ঘর। বদলে তাদের দিতে হবে ৫০ হাজার টাকা।



গ্রেপ্তার

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে নবম পূর্তমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে গ্রেপ্তার একজন। আকাশে বিদ্যার্থীর সহযোগী অভিজিৎ মাহাভোকে কলকাতার পঞ্চসায়র থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তকে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নাম ঘোষণার পর দলবদলে বিতর্ক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে রুক্ষিণী মল্লিক ওরফে কোয়েল মল্লিকের নাম ঘোষণা হয়েছিল রবিবার। তখনও তিনি খাতায়-কলমে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ। সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ বিজেপির পতাকা হাতে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দলবদল করলেন কোয়েল। তার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই বিধানসভায় গিয়ে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র পেশ করলেন তিনি। স্বাভাবিকভাবে দলবদলের আগে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে কোয়েলের নাম ঘোষণার বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এর আগে রাজ্যসভার তিন তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়, প্রকাশ চিকবড়াইক ও সুস্মিতা দেব ইস্তফা দেওয়ার কয়েক ঘটনার মধ্যেই দিল্লি থেকে বিজেপির

কোয়েলের মনোনয়নপত্র পেশ

রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে তাঁদের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। তখনই তৃণমূলের তিন সাংসদকে প্রার্থী করা নিয়ে দলের অন্তরে ক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। এবার কোয়েলের ঘটনায় সেই অস্থিতি আরও বাঢ়ল। অন্যদিকে কোয়েলকে প্রার্থী করা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে দেউলিয়া রাজনীতির অভিযোগ করেছেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। কটাক্ষ করেছে বাসোরাও।

সুখেন্দু শেখর রায়, প্রকাশ চিকবড়াইক ও সুস্মিতা দেবের পর কোয়েলকে প্রার্থী করায় সুদূর আমেরিকা থেকে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি এবং রাজ্যপাল তথাগত রায় এঞ্জ হাভেডলে পোস্ট করে লেখেন, ‘সুখেন্দু শেখর রায়, কোয়েল মল্লিক, প্রকাশ চিকবড়াইক, সুস্মিতা দেব যাঁরা গতকালও তৃণমূলি ছিলেন তাঁদের আবার রাজ্যসভায় পাঠানো হল দীর্ঘদিনের বিজেপি কর্মীদের বঞ্চিত করে।’ তথাগতব এই প্রতিক্রিয়া রাজ্য বিজেপির একটা বড় আশের মনের কথা। প্রশ্ন উঠেছে, যে তৃণমূল ও তার দলের নেতাদের বিরুদ্ধে দুনীতি ও অপসমনের অভিযোগ তুলে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি, সেই দলেরই সাংসদ-বিধায়কের বারবার দলীয় প্রার্থী করতে হচ্ছে কেন? বিজেপির কর্মীদের ক্ষোভকে উসকে দিয়ে কুণাল ঘোষ বলেছেন, ‘বিজেপিতে কি কোনও যোগ্য লোক নেই প্রার্থী করার?’ রাজ্যসভার প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে থাকা লটেক চট্টোপাধ্যায়, ভারতী ঘোষদের পরিবর্তে কোয়েলকে নেওয়ার কটাক্ষ করছেন তিনি।

নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : রাজ্যের স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বারবার অশান্তির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্টে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। সোমবার এই মামলাতে সম্প্রতি একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগেরে ডিভিশন বেক্ষ। শুধুমাত্র সিসিটিভি লাগিয়েই কাজ শেষ নয় বলে মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি। রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।



রিমি শীল

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : দিল্লির যন্তরমন্তরের ছাত্র-প্রতিবাদের আঁচ এবার এসে পড়ল বারতের রাজনীতিতেও। শিক্ষাক্ষেত্রে গেরুয়া শিবিরের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে বাম ছাত্র আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ সমর্থন জানাতে দিল্লি থেকে কলকাতায় হাজির আইসা নেত্রী নেহা বোরো। সোমবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক বিশেষ কনভেনশনে উপস্থিত থেকে বামপন্থী ছাত্র-যুবদের সমন্বিত প্রতিরোধের ডাক দিলেন তিনি।

কেন্দ্র করে পড়ুয়াদের মধ্যে প্রবল উদ্দামনা লক্ষ করা যায়। ভিড়ের চাপে নিরাপত্তা কেপি বৃন্দ মোমোরিয়াল হল থেকে সরিয়ে গান্ধি ভবনের সামনের খোলা জায়গায় এই কর্মসূচি করতে বাধ্য হন আয়োজকেরা। থিকথিকে ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আশান্তি এবং ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর)-এর মাধ্যমে ভোটাধিকার বাতিলের অভিযোগে তুলে বিজেপি ও আরএসএস-কে আক্রমণ করেন আইসা নেত্রী। দিল্লির ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে কলকাতা ও রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিস্থিতিকে একসুত্রে গেঁথে নেহা বলেন, ‘দিল্লিতে রক্ত ঝরলে কলকাতা যেমন আঘাত অনুভব করে, তেমনই কলকাতায় রক্ত ঝরলেই দিল্লি রুখে দাঁড়াবে। এই প্রতিজ্ঞার ওপর ভিত্তি করেই নতুন প্রতিরোধ গড়ে উঠবে।’ পাশাপাশি যাদবপুর এবং এরআরএফটিআই-এ ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘দিল্লির রাজপথে যাঁদের রক্ত ঝরেছে এবং এখানে যারা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরাই একে অপরের যত্নগ্া সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারেন।’

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : মুখা নিবর্চন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা দাবির মধ্যেই রাজ্যের দুই বিধানসভা নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন। উপনির্বাচনের সূচ্য ও অবাধ ভোট নিয়ে বিরোধীরা আশঙ্কা প্রকাশ করলেও রাজ্যের মুখা নিবর্চনি আধিকারিক নিলম মিনা জানিয়েছেন, শাস্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুষ্ঠু নিবর্চনের জন্য নিবর্চন কমিশন প্রস্তুত। যদিও দুই কেন্দ্রেই বিরোধী দলের অস্তিত্ব দৃষ্টান্ত শূন্য। নন্দীগ্রামে মমতা তৃণমূলের প্রার্থী ইতিমধ্যেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর প্রচারপর্বে কোনওমতে মালি হতে পেরেছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। অন্যদিকে রেজিনগরে আম জনতা পার্টির প্রধান মায়াম্ন কবীর পুলিশ প্রশাসনকে দুশ্বে প্রচার থেকে নিজেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন। বিরোধীদের প্রতীক নিয়েও যথেষ্ট বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। সবমিলিয়ে ভোটের আগে দুই কেন্দ্রীয় বিরোধীরা কার্যত ছত্রভঙ্গ। কিন্তু তার মতোও শাসক দলের হুমকি, ধমকি থামছে না। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার নিবর্চন শেষপর্যন্ত কতটা অবাধ হবে তা নিয়ে বিরোধীদের সংশয় রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি মমতার আইনজীবীকে

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : একুশের বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের পা ভাঙা নিয়ে গত শনিবার অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে সোমবার এসএসকেএম হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী। এদিন এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি এই নিয়ে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ভুল করছেন উনি। ভুলই হবে বলেন। উনি বোধহয় জানেন না, উনি তখন কী করেছিলেন। উনি নিজে স্থানীয় বিজেপি নেতাদের নামে পা ভাঙার ঘটনা নিয়ে এফআইআর করেছিলেন। সিআইডি সেই তালিক করছিল। উনি যা করেছেন, তা নিয়ে প্রকাশ্যে বলা হলে এমন অবস্থা হবে যে, উনি ঘর থেকে আর বেরোতে পারবেন না।’

সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আরও হুঁশিয়ারি, ‘ওঁর আইনজীবীকে বলব এইসব নিয়ে আর বেশি ঘাটীঘাটি করবন না। তাতে ফল ভালো হবে না।’ তাঁর কথায়, ‘দরকার পড়লে পা ভাঙার ঝঞ্ঝে এবং এমআরআই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনবেন। আসলে উনি (মমতা) ভেবেছিলেন তিনবারের পর আবার চতুর্থবারের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন। সেটা ভেবেই নবামে সব কাগজপত্র ওনার ড্রয়ারে রেখে গিয়েছিলেন। বাস্তবে তা হয়নি।’ এখন প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পা ভাঙা সংক্রান্ত তথ্য ও কাগজপত্র বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর ওই ড্রয়ার থেকেই পেরেছেন?

একজন মহিলা প্রার্থী। তিনি বিজেপির প্রার্থী হাসিরানি রথ। এদিন বিকাল ঠোঁট পর্যন্ত পাওয়া খবরে কমিশন জানিয়েছে, দুটি নিবর্চন কেন্দ্রের জন্যই নির্দিষ্ট পোলিং পাটি ইতিমধ্যেই বুথে পৌঁছে গিয়েছে। রেজিনগরে মোট বুথের সংখ্যা ৩১৫ এবং নন্দীগ্রামে ৩২৩। কমিশন জানিয়েছে, এবার প্রতিটি বুথেই একশতা শতাংশ ভোটার ২,৬৭,১৫৭ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১,৩৯, ৬৭৭ ও মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১,২৭, ৪৭৯। এই উপনির্বাচনে নন্দীগ্রামে প্রথম ভোট দেনেন ২,০১৬ জন। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে

বাংলা নয়, রাজ্যের নাম হবে পশ্চিমবঙ্গ

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : রাজ্য ভাগের স্মৃতি উসকে দিয়ে বাংলার পরিবর্তে রাজ্যের নাম ‘পশ্চিমবঙ্গ’ করতে চলেছে বিজেপি। বিগত সরকার রাজ্যের নাম ‘বাংলা’ করতে বিধানসভায় বিল পাশ করেছিল।

১ লক্ষ কর্মসংস্থান, আশ্বাস শুভেন্দুর

‘আগের মুখ্যমন্ত্রী গিট বেঁধে গিয়েছিলেন, আমরা খুলেছি’

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : চলতি অর্ধবর্ষেই ১ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ শুরু করে দিল রাজ্য সরকার।সোমবার মন্ত্রীসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, পুলিশের ১২ হাজার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া পূজোর আগেই শুরু হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ‘রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থানের যে গিট পূর্বতন তৃণমূল সরকারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন, আমরা তা খুলেছি। উনি চাকরি দেননি। চাকরি চুরি করেছিলেন। ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করে তা সমাধানের জন্য আদালতের মামলায় পাঠিয়েছেন। আমরা সস্ত্রিম কোর্ট থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত চেষ্টা করে সেই জট ছাড়িয়েছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘আগামী ১১ নভেম্বর ১২ হাজার নতুন পুলিশ নিয়োগের মধ্যে ৫ হাজার জনের হাতে নিয়োগপত্র ও পুলিশের পোশাক তুলে দেওয়া হবে। এই ক্ষেত্রে বাকি নিয়োগ পর্যায়ক্রমে চলছে। বাকিদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও ভেরিফিকেশনের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। প্রথম ৫ হাজারের ওপর নিয়োগের নিয়োগপত্র ও পুলিশি পোশাক দেওয়ার অনুষ্ঠানের দিন আমি নিজে উপস্থিত থাকব।’ এদিন মন্ত্রীসভার বৈঠকে কর্মসংস্থান নিয়ে আরও সুখবর শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ‘বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে ১৪ হাজার ৪৫৪টি শূন্যপদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছিল।



■ বিভিন্ন দপ্তর থেকে ১৪ হাজার ৪৫৪টি শূন্যপদে নিয়োগের সুপারিশে মন্ত্রীসভার অনুমোদন

■ ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে পিএসসি পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হবে

■ অবিবাহিত ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সহায়তায় প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে ১৬ হাজার টাকা করে এবং তৃতীয় বছরে ১৬ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হবে

আমরা সুনির্দিষ্টভাবে এগিয়ে যাচ্ছি। আগের তৃণমূল সরকার চাকরি চুরি করে রাজ্যের যুবসমাজকে বঞ্চিত করেছে। ওই সরকার ক্ষমতায় থাকলে

আর কোনওদিনই যুবসমাজের চাকরি জুটত না।’

মুখ্যমন্ত্রী এদিন শুধু নতুন কর্মসংস্থানই নয়, পূজোর আগে রাজ্য সরকারের একাধিক স্তরে কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি জানান, ‘সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত কয়েকহাজার চুক্তিভিত্তিক কর্মবন্ধু মাসে ৫ হাজার টাকা পেতেন। এই অক্টোবর থেকেই তাঁদের মাসিক বেতন বাড়িয়ে ৮ হাজার টাকা করা হচ্ছে। সরকারি হস্টেলে থাকা তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের মাসিক খায়া ভাতা ১৮০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৩০০ টাকা করা হচ্ছে। অক্টোবর থেকে এই বর্ধিত ভাতা চালু হওয়ার পর নভেম্বর মাস থেকে তাঁরা তা হাতে পাবেন।’ মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ভর্তিনী নিবেদিতা স্কিমে রাজ্যের অববাহিত ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় সহায়তা দিতে প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে ১৭ হাজার টাকা করে এবং তৃতীয় বছরে ১৬ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। আগামী জানুয়ারি মাস থেকে এই আর্থিক সাহায্য চালু করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, ‘পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যে অন্ধকার নৈমে এসেছিল, আমরা ক্ষমতায় এসে সেই অন্ধকার কাটিয়ে আলো ফেরাচ্ছি। সুনির্দিষ্টভাবে এই ব্যাপারে সরকারিভাবে ইতিবাচক পদক্ষেপ করা হচ্ছে। আর চলতি অর্ধবর্ষেই ১ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের কথা ঘোষণা করে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাব।’



এদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘জন জেড আশরাইজিং এ হিস্টোরিক ইউনিট অ্যাক্স জেনারেশন অ্যান্ড ইউনিট অফ রেজিস্ট্রাল’ শীর্ষক এক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল। নেহার উপস্থিতিতে

পরে একই যজ্ঞার কথা শোনালেন নদিয়ার চাঁদুড়িয়ার এভিডি কর্মী শিপ্রা সাহা। ইনজোর কনশনের নিভল, আইসব্যাগ আনা থেকে শুরু করে সাব-সেন্টারে পৌঁছে টিকা ফ্রিজারে রাখার কাজও করতে হয় তাঁকে। শুধু তাই নয়, জন্মের পর কোন শিশুর টিকাকরণ বাকি রয়েছে, সেই খেঁজও আনতে হয়। ২০-২৫ বছর ধরে মূল কাজের পাশাপাশি এভাবেই তাঁদের

এক বছর সাম্মানিক জোটেনি স্বাস্থ্যকর্মীদের

অবস্থাও তৈখবচ। কারও ছ’মাস, কারও আট মাস, আবার কাতও দশ মাস ধরে পারিশ্রমিক বকেয়া। শ্রীকান্ত হতশাা নিয়ে জানালেন, দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করলেও স্বায়ীকরণ তো দূর, ভ্যাকসিন আনার পর্যাপ্ত সরঞ্জামটুকুও জোটে না। নেই পরিচয়পত্র, ইউনিফর্ম বা ব্যাগ। বাধা হয়ে সাধারণ ব্যাগে বাজ় বুলিয়ে য়েতে গিয়ে পথে-ঘাটে পুলিশের কাছে হেনস্তাও হতে হয় তাঁদের।

দিয়ে ‘বেগার’ খাটানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁরা। এই বঞ্চনার ছবি শুধু এভিডিদের নয়, রাজ্যের প্রায় ৩৯ হাজার টিডি (ট্রেনিড হাইমা) কর্মীর অবস্থাও করুণ। গর্ভবতী মায়ীদের দেখাভাল করা, প্রসবের সময় সাহায্য করা এবং নিয়মিত তাঁদের স্বাস্থ্যের খোঁজ রাখা এঁদের কাজ। অভিযোগ, বিভিন্ন জেলার সাব-সেন্টারগুলিতে তাঁদের দিয়ে সেন্টার খোলানো, ঝাটি দেওয়া, এমনকি শৌচাগারও নাকি পরিষ্কার করানো হয়। পারিশ্রমিক মাসে ৫৫০

অ্যাকাউন্ট নিয়ে ফের হাইকোর্টে মমতা-তৃণমূল

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : পূজোর আগে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিয়ে ফের বিপাকে মমতা তৃণমূল কংগ্রেস। আদালত নিযুক্ত স্পেশাল অফিসার সূরত তালুকদারের কমিটির কাছে টাকা চেয়েও সমস্যায় পড়ছে তারা। এই অভিযোগে ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল কালীঘাট তৃণমূল। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কালীঘাট তৃণমূলের আইনজীবী। মামলা দায়ের করার প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়া হলেও জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি গ্রহণ করেনি আদালত।

মমতা তৃণমূলের অভিযোগ, স্পেশাল অফিসার জানতে চেয়েছেন, শুধু উপনির্বাচনের জন্য তৃণমূলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ করা হয়েছে কি না। অনির্দিষ্টকালের জন্য ফ্রিজ হয়ে থাকলে তা স্পষ্টভাবে জানাতে বলা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কর্মচারীদের বেতন ও বাড়ি ভাড়া আটকে রয়েছে। তবে বিচারপতি জানিয়ে দিয়েছেন, পূজোর ছুটির পরে এই মামলার শুনানি হবে। উল্লেখ্য, অবৈধ লেনদেনের অভিযোগে নীলটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিয়েছিল পুলিশ।



বনেদিয়ানা।।

শোভাবাজার রাজবাড়ির নির্মীয়মাণ মাতৃমূর্তি। সোমবার রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

কার্যত বিরোধী শূন্য দুই আসনে আজ উপনির্বাচন

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : মুখা নিবর্চন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা দাবির মধ্যেই রাজ্যের দুই বিধানসভা নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন। উপনির্বাচনের সূচ্য ও অবাধ ভোট নিয়ে বিরোধীরা আশঙ্কা প্রকাশ করলেও রাজ্যের মুখা নিবর্চনি আধিকারিক নিলম মিনা জানিয়েছেন, শাস্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুষ্ঠু নিবর্চনের জন্য নিবর্চন কমিশন প্রস্তুত। যদিও দুই কেন্দ্রেই বিরোধী দলের অস্তিত্ব দৃষ্টান্ত শূন্য। নন্দীগ্রামে মমতা তৃণমূলের প্রার্থী ইতিমধ্যেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর প্রচারপর্বে কোনওমতে মালি হতে পেরেছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। অন্যদিকে রেজিনগরে আম জনতা পার্টির প্রধান মায়াম্ন কবীর পুলিশ প্রশাসনকে দুশ্বে প্রচার থেকে নিজেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন। বিরোধীদের প্রতীক নিয়েও যথেষ্ট বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। সবমিলিয়ে ভোটের আগে দুই কেন্দ্রীয় বিরোধীরা কার্যত ছত্রভঙ্গ। কিন্তু তার মতোও শাসক দলের হুমকি, ধমকি থামছে না। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার নিবর্চন শেষপর্যন্ত কতটা অবাধ হবে তা নিয়ে বিরোধীদের সংশয় রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি মমতার আইনজীবীকে

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : একুশের বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের পা ভাঙা নিয়ে গত শনিবার অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে সোমবার এসএসকেএম হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী। এদিন এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি এই নিয়ে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ভুল করছেন উনি। ভুলই হবে বলেন। উনি বোধহয় জানেন না, উনি তখন কী করেছিলেন। উনি নিজে স্থানীয় বিজেপি নেতাদের নামে পা ভাঙার ঘটনা নিয়ে এফআইআর করেছিলেন। সিআইডি সেই তালিক করছিল। উনি যা করেছেন, তা নিয়ে প্রকাশ্যে বলা হলে এমন অবস্থা হবে যে, উনি ঘর থেকে আর বেরোতে পারবেন না।’

সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আরও হুঁশিয়ারি, ‘ওঁর আইনজীবীকে বলব এইসব নিয়ে আর বেশি ঘাটীঘাটি করবন না। তাতে ফল ভালো হবে না।’ তাঁর কথায়, ‘দরকার পড়লে পা ভাঙার ঝঞ্ঝে এবং এমআরআই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনবেন। আসলে উনি (মমতা) ভেবেছিলেন তিনবারের পর আবার চতুর্থবারের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন। সেটা ভেবেই নবামে সব কাগজপত্র ওনার ড্রয়ারে রেখে গিয়েছিলেন। বাস্তবে তা হয়নি।’ এখন প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পা ভাঙা সংক্রান্ত তথ্য ও কাগজপত্র বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর ওই ড্রয়ার থেকেই পেরেছেন?

একজন মহিলা প্রার্থী। তিনি বিজেপির প্রার্থী হাসিরানি রথ। এদিন বিকাল ঠোঁট পর্যন্ত পাওয়া খবরে কমিশন জানিয়েছে, দুটি নিবর্চন কেন্দ্রের জন্যই নির্দিষ্ট পোলিং পাটি ইতিমধ্যেই বুথে পৌঁছে গিয়েছে। রেজিনগরে মোট বুথের সংখ্যা ৩১৫ এবং নন্দীগ্রামে ৩২৩। কমিশন জানিয়েছে, এবার প্রতিটি বুথেই একশতা শতাংশ ভোটার ২,৬৭,১৫৭ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১,৩৯, ৬৭৭ ও মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১,২৭, ৪৭৯। এই উপনির্বাচনে নন্দীগ্রামে প্রথম ভোট দেনেন ২,০১৬ জন। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে

বাংলা নয়, রাজ্যের নাম হবে পশ্চিমবঙ্গ

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : রাজ্য ভাগের স্মৃতি উসকে দিয়ে বাংলার পরিবর্তে রাজ্যের নাম ‘পশ্চিমবঙ্গ’ করতে চলেছে বিজেপি। বিগত সরকার রাজ্যের নাম ‘বাংলা’ করতে বিধানসভায় বিল পাশ করেছিল।



চাঁদের বুকে লেসার আয়না



মানুষ চাঁদে গিয়ে শুধু পাথরের নমুনা নিয়ে আসেনি, সেখানে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের জন্য স্থায়ী কিছু যন্ত্রও রেখে এসেছে। অ্যাপোলো অভিযানের সময় মহাকাশচারীরা চাঁদের মাটিতে ছোট ছোট রেট্রোরেক্টর বা বিশেষ কোণের আয়নার প্যানেল বসিয়ে এসেছিলেন। আজও পৃথিবী থেকে শক্তিশালী লেসার রশ্মি ছুড়ে সেই আয়নায় ফেলা হয় এবং আলো প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরতে কত সময় নিল তা মেপে দেখা হয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমেই মানুষ জানতে পেরেছে যে চাঁদ প্রতি বছর পৃথিবী থেকে পৌনে চার সেন্টিমিটার করে দূরে সরে যাচ্ছে।



সাগরের তলায় নেটের তার

আমরা যখন ফোনে বা কম্পিউটারে বিদেশে চ্যাট করি বা ভিডিও দেখি, তখন অনেকই ভাবেন যে সব ডেটা বোধহয় মহাকাশের স্যাটেলাইট দিয়ে আসছে। কিন্তু আসল সত্য হল, বিশ্বের প্রায় নিরানব্বই শতাংশ আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ডেটা যার সমুদ্রের অতলে বিছানো ফাইবার অপটিক কেবলের মাধ্যমে। হাঙরের কাপড় এবং জন্মের চর্মম চাপ সহ্য করার জন্য ইম্পাত এবং প্লাস্টিকের বহু স্তরে মোড়া এই তারগুলো আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে হাজার হাজার কিলোমিটারজুড়ে ঘুমিয়ে রয়েছে।



সবুজ রক্তের আশ্চর্য টিকটিকি

সব মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত লাল রঙের হলেও পাণ্ডুয়া নিউগিলের রেইনফরেস্টে এক প্রজাতির অদ্ভুত স্কিঙ্ক বা টিকটিকি পাওয়া যায়, যাদের রক্ত টকটকে সবুজ। শুধু রক্ত নয়, এদের মাংসপেশি, জিভ, হাড় এমনকি মুখের ভেতরটাও উজ্জ্বল সবুজ রঙের হয়। এদের শরীরে বিলিভার্ডিন নামের এক বিস্ময়কর পদার্থের মাত্রা এত বেশি থাকে যা অন্য যে কোনও প্রাণীকে মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু এদের শরীরে কোনও ক্ষতি না করে এই ক্ষতিকারক পদার্থটি রক্তকে এমন নিয়ন সবুজ রঙে রাঙিয়ে দেয়।

হাজার গোপন গুদামের স্মৃতি

আমেরিকার পাহাড়ি অঞ্চলে ক্লার্কস নাট্যকার নামে এক ছোট পাখি বাস করে। শীতকালে খাবারের অভাব থেকে বাঁচতে এই পাখিটি শরৎকালে প্রায় ত্রিশ হাজার পাইন গাছের বীজ মাটির নীচে বিভিন্ন গোপন জায়গায় পুঁতে রাখে। এই গুদামগুলো কয়েক বর্গমাইল এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে থাকে। শীতকালে যখন পুরো পাহাড় বরফের সাদা চাদরে ঢেকে যায়, তখনও এই পাখিটি তার লুকানো গুদামগুলোয় প্রায় নব্বই শতাংশ জায়গা নিখুঁতভাবে মনে রেখে বরফ খুঁড়ে খাবার বের করে নেয়।



উধাও ‘আত্মীয়’

প্রথম পাতার পর

পরিব্রাজকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, পরিব্রা ও রিপন দুজনেই ২০১৬ সালের আগে ওপার বাংলা থেকে এসেছিলেন। পরিব্রার কথায়, তারা বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁওয়ের বাসিন্দা। এপারে এসে বর্তমান বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেছিলেন। বেশ কয়েক বছর থাকায় এলাকাবাসীদের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন পরিব্রা ও রিপন। পরিস্থিতি অন্য মোড় নেয় এসআইআর-এর সময়। ওই সময় দুজনেরই নাম বাদ যাওয়ার পর বর্তমান বসতবাড়িটি কিনে তারা থাকতে শুরু করেন। রিপন এলাকায় পেশায় পরিভ্রমি হিসেবেই পরিচিত। পরিব্রা নদী থেকে বালি-পাথর তোলার কাজ করেন। এই আর্থিক সংগতিতে এত বড় বাড়ি তাঁরা কিনলেন কী করে, তা নিয়ে অশ্বশ্য এলাকায় গুঞ্জন তৈরি হয়েছিল।

স্থানীয় বাসিন্দা অমলাবালা বর্মন বলছিলেন, ‘ওরা ভোটার তালিকায় নাম ওঠানোর জন্য নতুন

করে আবেদনও করেছিল। পরিব্রা বলত, টাকা জমিয়ে ওরা এই বাড়ি কিনেছে। একসময় বাড়ির সামনে টিনের ঘেরা থাকলেও কিছুদিনের মধ্যে সেটা পাকা পাঁচিলও করে ফেলে। ভেতরে কিছু কাজও হয়।’ এদিন ওই বাড়িতে ঢুকে দেখা গিয়েছে, একটি প্যাসেজের দুই পাশে সব মিলিয়ে ছয়টি ঘর রয়েছে। সেই ঘরগুলোতেই আখার কার্ড বানানোর জন্য আসা বাংলাদেশিদের আত্মীয় পরিচয় নিয়ে ভাড়া খাকার ব্যবস্থা করতে ওই দম্পতি। তদন্তকারীদের মতে, বাংলাদেশ থেকে আসা ওই তরুণরা এদিক-ওদিক ঘুরতে গিয়ে ধরা পড়লে তাঁদের নাম চলে আসতে পারে, এই আশঙ্কায় বাড়িতেই ভাড়ার ঘর হিসেবে থাকার ব্যবস্থা করে দিত ওই দম্পতি। সে সন্দেহ উপরই আয় হিসেবে ভাড়ার টাকাও পকেটে চলে আসত।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত দুই বাংলাদেশির মধ্যে লিটু মহন্ত ১৫ দিন ধরে ওই বাড়িতে ছিলেন। লিটু দাবি করেছেন, ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে

সেই কোষকেও আলো দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

পরীক্ষা শুরু হল। প্রথমে দেখা গেল, প্রোটিনের জিন অন্য কোষে ঢুকিয়ে দিলে সেই কোষও আলো-সংবেদনশীল হয়ে উঠছে। অর্থাৎ, যে কোষের আলো বোঝার নিজস্ব ক্ষমতা নেই, তাকেও জিনের সাহায্যে এমনভাবে বদলে দেওয়া যায় যাতে সে আলোতে সাজা দেয়। এই জায়গাতেই যোগ দেন কার্ল ডেইসেরথ। তিনি দেখানেন, এই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা যায় মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষেও।

ইদুরের নির্দিষ্ট স্নায়ুকোষে চ্যানেলরোডপসিন তৈরির জিন ঢুকিয়ে দেওয়া হল। এরপর খুলির মধ্যে দিয়ে অতি সরু একটি অপটিক্যাল ফাইবার পাঠিয়ে দেওয়া হল মস্তিষ্কে নির্দিষ্ট জায়গায়। তারপর আলো জ্বালানো হল। অশ্রুজলজনকভাবে আলো জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট স্নায়ুকোষ সক্রিয় হয়ে উঠল। এক পরীক্ষায় ইদুরের মোটার কর্টেক্সের স্নায়ুকোষে এই পদ্ধতি ব্যবহার করার আগে ফেলতেই ইদুরের পোঁফ নড়ে উঠল।

অর্থাৎ, বিজ্ঞানীরা আলো ব্যবহার করে বাইরে থেকে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কিছু কোষকে কার্যত ‘নির্দেশ’ দিতে পারলেন। এটাই অপটোজেনেটিক্সের শক্তি। মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণায় এর

নিউজ ব্যুরো

৫ অক্টোবর : পুজোর মুখে বোনাসের টাকার অপেক্ষায় দিন গুনছিলেন চা শ্রমিকরা। সোমবার ছিল রাজ্যের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার শেষ দিন। অথচ সেই সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও উত্তরবঙ্গের বহু চা বাগানে ২০ শতাংশ হারে পুজোর বোনাস পৌঁছানি না শ্রমিকদের হাতে। কোথাও বোনাস নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি, কোথাও কম হারে বোনাস দেওয়ার প্রস্তাব ঘিরে তৈরি হয়েছে জটিলতা। আবার কোথাও বোনাস মিলেও আটকে রয়েছে শেষ ১৫ দিনের মজুরি। পুজোর আগে হাতে টাকা না আসায় ক্ষোভ ও উত্তেজিত হয়ে শ্রমিকদের মধ্যে। মঙ্গলবার থেকেই আন্দোলনের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে।

গত ৭ সেপ্টেম্বর শ্রম দপ্তর ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার আ্যভাইজারি জারি করে। সেখানে সমস্ত চা বাগানকে ৫ অক্টোবরের মধ্যে শ্রমিকদের বোনাস মটিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়। শ্রম দপ্তর সূত্রে খবর, ডুয়ার্স, তরাই ও পাহাড় মিলিয়ে নথিভুক্ত ২৮৫টি বাগান রয়েছে। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় ১৬০টি বাগান বোনাস দিয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ৫৬ শতাংশ বাগান বোনাস মটিয়েছে। বাকি প্রায় ৪৪ শতাংশ বাগানে তখনও বোনাস নিয়ে জটিলতা

ছিল। যদিও শ্রম দপ্তরের উত্তরবঙ্গের এক আধিকারিক সন্ধ্যায় বলেন, ‘৫ অক্টোবর এখনও পেরোয়নি। রাত ১২টা পর্যন্ত সময় রয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে চা বাগানে কোথায় বোনাস হল, কোথায় হয়নি সেই সমস্ত হিসাব নেওয়া হবে।’

তরাইয়ের ৪৮টি বড় চা বাগানের একটা বড় অংশ সোমবার পর্যন্ত বোনাস দেয়নি বলে শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি। নন্দশালবাড়ি, ত্রিহানা, আজমাবাদ, অটল, বিজলমণি সহ প্রায় ১৪টি বাগানের শ্রমিকরা নিষারিত সময়ের মধ্যে বোনাস হাতে পাননি। আইএনটিউটিউসির (খতব্রত বন্দোপাধ্যায়ের অনুগামী গোষ্ঠী) রাজ্য সভাপতি নির্জল দে বলেন, ‘দু’তিনটি বাগানের মালিকপক্ষ ৯-১০ শতাংশের বেশি বোনাস দিতে পারবে না বলে জানিয়েছে। কিন্তু আমরা রাজ্যের অ্যাডভাইজারি মেনে ২০ শতাংশ হারে বোনাস চাইছি। ফলে সেই বাগানগুলিতে জটিলতা রয়েছে। আবার বেশ কিছু বাগানে এখনও বোনাস নিয়ে সিদ্ধান্তই হয়নি।’ কেন্দ্রের ভারী শিক্ষামন্ত্রকের অধীন অ্যাড্ভিউ ইউলার বানারহাটের চারটি বাগান— কাউলাবা, নিউ ডুয়ার্স, বানারহাট ও চুনাভাটিতেও সোমবার পর্যন্ত বোনাস হয়নি।

পাহাড়ের ৪৭টি চালু চা বাগানের মধ্যে সাত-আটটিতে সোমবার রাত পর্যন্ত বোনাস হয়নি বলে জানা



গিয়েছে। এর মধ্যে গৌরুবাথান ও মিরিকের দুটি করে বাগান রয়েছে। হিল তরাই ডুয়ার্স প্ল্যাস্টেন ওয়াকার্স ইউনিয়নের সভাপতি জেবি তামাং বলেন, ‘পুজোর আগেই সব বাগানের শ্রমিকদের হাতে বোনাস পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে।’ আবার বোনাস মেটালেও কয়েকটি বাগান শ্রমিকদের শেষ ১৫ দিনের মজুরি আটকে রেখেছে বলে অভিযোগ। সিটুর দার্জিলিং জেলা সভাপতি সমন পাঠক বলেন, ‘বেশ কিছু বাগান বোনাস দিতে গিয়ে দৈনিক মজুরি আটকে দিয়েছে। এটা মানা যাবে না।’ ভারতীয় টি ওয়াকার্স ইউনিয়নের সভাপতি যুগলকিশোর বা বলেন, ‘মজুরি বকেয়া রাখার বিষয়টি আমাদেরও নজরে এসেছে।’

ফাঁকা বাড়িতে আগুন

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : পূর্ননিগমের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের আদর্শপল্লিতে সোমবার একটি ফাঁকা বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় চাক্ষুষ হুড়াল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরের দিকে আদর্শপল্লির ওই ফাঁকা বাড়িতে আগুন জ্বলতে দেখেন পাশের নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের হস্টেলের পড়ুয়ারা। এরপর তারা প্রতিবেশীদের ডাকেন। প্রতিবেশীদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পেরে দমকলকর্মীরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এদিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে বাড়ির মালিক ছুটে আসেন। আগুন লাগা নিয়ে বাড়ি মালিক বলেন, ‘কীভাবে আগুন লাগল, বুঝে উঠতে পারছি না।’ আগুনে বাড়ির বেশ কিছু আসবাবপত্র পুড়ে গিয়েছে। কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছে দমকল।

তুমিই নারী, তুমিই পুরুষ

প্রথম পাতার পর

তাতে দর্শকদের আবেগকে ছোঁয়া যায় ভালো করে। আর খন পালার দীর্ঘদিনের রীতি অনুযায়ী, মধ্যে পুরুষরাই অভিনয় করেন নারীচরিত্রেও। অর্থাৎ, আর সপ্তাহ দুয়েক পরে দেবীপক্ষে যখন সকলে মাতৃশক্তির আরাধনায় ব্যস্ত হয়ে পড়বেন, উত্তর ও দক্ষিণ-দুই দিনাজপুরজুড়ে মধ্যে তখন সেই নারীশক্তির জয়গান গাইবেন শংকর সরকার, কান্ত সরকার, সুরেশ সরকার, সাইরু সরকার, সনাতন সরকার, শিবু সরকার, মাটিয়া সরকার, সরল সরকারদের মতো লোকশিল্পী। গাইবেন বহিঃরঙ্গ একজন নারী সজ্জেই।

কয়েকশতা বছরের পুরোনো দিনাজপুরের প্রধান লোকনাট্য খন পালাগান। যাত্রা বা আলকাপের মতো খন পালাগানেও শুরু থেকেই পুরুষরা মহিলা চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েনি অতি আধুনিকতায় এই সময়েও। দুর্গাপূজো এলেই শংকর, কান্ত, শিবু সরকারের তখন ভিন্ন জীবন। ভালো গল্প মাথায় এলে নিজেরাই দল তৈরি করে নেন। যেমন শংকর এবার পালার নাম দিয়েছেন ‘হায়রে চকমকি বাই - ভাতার থাকিতে ভাতার নাই।’ বায়না হয়েছে শিল্পী কয়েকটি পূজোমণ্ডপে। বেশী বাছাই থেকে মহড়া শেষ। এখন শুধু অপেক্ষা আসরের। দল তৈরি করেছে উষাহরণ গ্রামের সফল সরকারও। পালার নাম- ‘কলিযুগে প্রেমের জোয়ার’ নাইয়া দু-নম্বরী বিখ্যার বাহার’।

উত্তর দিনাজপুর জেলার মোহিনীগঞ্জের পালকার অমলানন্দ বর্মন পোশাকে সেজে উঠবেন তারা। সেই নারীচরিত্রে প্রবেশ করা কি কেবলই বহিঃরঙ্গ? শিবুরাও ভাবেন না ঠিকই, তবে দেবীপক্ষের আগমনে নিজের অজান্তেই মাতৃশক্তির এমন আরাধনা যে ভিন্নতর, সেকথা যে বেশি, সেকথা উঠে এল শংকর

সরকারের বক্তব্যে। বলেন, ‘নারী চরিত্রকেই মূলত প্রধান চরিত্র ধরে পালা তৈরি হয়। নানা ঘটনার পাশাপাশি অনিবার্যভাবে প্রেমও উঠে আসে সেই পালায়। প্রেম ছাড়া পালা তৈরি করলে বায়না পাওয়া কষ্টকর।’ আর সেই প্রেমের দৃশ্য দিবি সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তোলেন শংকর-সনাতনরা।

সনাতন সরকার বলছিলেন, ‘সাব্যবছরই মেয়ের চরিত্রে মধ্যে উঠতে হয়। খন পালাগান ছাড়াও সপ্তাহের মধ্যে মনসামল, লক্ষ্মীয়ালা, থেকে রামবনবাস পালায় ভিন্ন ভিন্ন মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতে করতে এখন এমন অভিনয় হয়ে গিয়েছে যে পুরুষ চরিত্রে আর অভিনয় করতে পারি না।’

যষ্ঠী থেকে শরৎের আগমনী বার্তা পৌঁছে গিয়েছে ঘরে ঘরে। কুমোরটুলি থেকে মণ্ডপ অবধি রাস্তায় শিউলি তার গন্ধ ছড়িয়েছে ব্যতাসে। শাড়ি সহ অন্তর্বাস, আয়না, চিরুনি, ফেস পাউডার, পরল্লা, চুড়ি, ফিতে ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়েছেন মাটিয়া সরকার, শিবু সরকাররা নিজের নিজের বাগো। এখন শুধু অপেক্ষা মধ্যে পা রাখার। দাড়ি-গোফ কামিয়ে থিনকুন পা রাখার পর নারীর পোশাকে সেজে উঠবেন তারা। সেই নারীচরিত্রে প্রবেশ করা কি কেবলই বহিঃরঙ্গ? শিবুরাও ভাবেন না ঠিকই, তবে দেবীপক্ষের আগমনে নিজের অজান্তেই মাতৃশক্তির এমন আরাধনা যে ভিন্নতর, সেকথা যে বেশি, সেকথা উঠে এল শংকর

কাজ করে, সেই রহস্যের কিছুটা পর্দা সরেছে।

এই গবেষণার ফল ইতিমধ্যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে পৌঁছে গিয়েছে। রেটিনাট্রিস পিগমেন্টোসা নামে একটি চোখের রোগে ধীরে ধীরে চোখের আলো-সংবেদনশীল কোষগুলি নষ্ট হয়ে যায়। একসময় রোগী দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারেন। এই রোগে আক্রান্ত একজনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা অপটোজেনেটিক পদ্ধতি ব্যবহার করে আংশিক দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। একটি ক্ষতিহীন ভাইরাসের সাহায্যে চ্যানেলরোডপসিন তৈরির জিন রোগীর রেটিনার নির্দিষ্ট কোষে পৌঁছে দেওয়া হয় এই প্রক্রিয়ায়।

এরপর রোগীকে দেওয়া বিশেষ ধরনের চশমা সামনে থাকা দৃশ্যকে বিশেষ আলোর সংকেতে বদলে দেয়। সেই আলো রেটিনায় পৌঁছালে নতুন করে আলো-সংবেদনশীল কোষের কার্যকলাপ সক্রিয় হয়। ফলে যে মানুষটির চোখের স্বাভাবিক আলো-সংবেদনশীল কোষগুলি কাজ করছিল না, তিনি কিছুটা দৈর্ঘ্যেতে সক্ষম হন। স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে সফল না হলেও এতে অন্ধত্বের চিকিৎসায় নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে।

প্রথম পাতার পর

জারি থাকলে আমরা রুট হিসেবে আলাদা টোটো ভাড়া নেব। কিন্তু পুরোপুরি চলতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে আমরা ঘুরব কী করে?’

পুলিশ প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তে আশঙ্কিত টোটেটালকব ও নর্থঙ্গেল টোটে ডাইভার্স অ্যান্ড ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য উজ্জল সূত্রধরের বক্তব্য, ‘পুজোর কিছুদিন আগে থেকেই আমরা বাড়তি আয়ের দাবি থাকি। সেই আয় দিয়েই আমরা পরিবারের হাতে নতুন জামাকাপড় তুলে দিই। পুজোর দিনগুলোতে টোটে পুরোপুরি বন্ধ থাকলে এর থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না।’ তিনি আরও বলেন, ‘গত বছরও এই একই ধরনের সিদ্ধান্ত পুলিশ প্রশাসনের তরফে নেওয়া হয়েছিল। সে সময় তৎকালীন মেয়র গৌতম দেব এই সময় সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। শেষপর্যন্ত তৎকালীন পরিবহনমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এই নির্দেশিকা শিথিল করা হয়।’

শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে, এমনকি শহরতলিতেও বর্তমানে টোটে ছাড়া যাতায়াত ভাবাই যায়

বলেছেন। রবিবার পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতি বৈঠক করে জানিয়েছিল, সোমবারের মধ্যে ২০ শতাংশ বোনাস না মেটালে আন্দোলন শুরু হবে। সংগঠনের সদস্য হেমলতা ওরাওয়ারে অভিযোগ, কিছুদিন আগে বকেয়া মজুরি নিয়ে আন্দোলনে নামায় মাদারিহাটের বিধায়ক লক্ষ্মণ লিথু পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছিলেন। তখন আন্দোলন তুলে নেন। কিন্তু সমস্যা মেটেনি। এবার মারমুখী আন্দোলনে নামার কথা বলেছেন হেমলতা। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে শ্রম দপ্তর।

বীরপাড়া চা বাগানের শ্রমিক বিক্র লোহার সোমবার সন্ধ্যায় বলেন, ‘মালিকপক্ষ হয়তো আমাদের মানুষ মনে করে না। পুজোর মুখে বোনাস পেলাম না। মজুরি বকেয়া। পুজোর কেনাকাটা দূরের কথা, অন্ন জোটাতেই মুশকিল হয়ে পড়েছে।’

শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ ও বিজেপি প্রজাভিত ভারতীয় টি ওয়াকার্স ইউনিয়নের (বিটিডর ইউইউ) চেয়ারম্যান মনোজ টিগ্গা বলেন, ‘যাঁরা এখনও বোনাস দেয়নি তাঁদের ব্যাপারে কী করা যেতে পারে এই বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসতে চলেছি।’ চা শ্রমিকদের যৌথ সংগঠন জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম

শীর্ষ নেতা ও সিটুর রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলমের প্রস্তাব, ‘শ্রম দপ্তরকে এবারে দ্রুত এগিয়ে এসে সমাধানসূত্র বের করতে হবে।’ চা মালিকদের সংগঠনগুলির অকব্য দাবি, অধিকাংশ বাগানই বোনাস দিয়ে দিয়েছে বা দ্রুত দেবে। ডিবিআইটিএর সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, তাঁদের সদস্য বেশিরভাগ বাগানেই বোনাস হয়ে গিয়েছে। বাকিরা দ্রুত দিয়ে দেবে। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইটিপিএ)-এর উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, ‘আমাদের সংগঠনের আওতাধীন ৪৫ শতাংশ বাগান বোনাস দিয়ে দিয়েছে। বাকিরা দিনক্ষণ ঠিক করে দিয়ে দেবে।’ একই কথা বলেছেন টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (টাইই) উত্তরবঙ্গ শাখার সচিব সুমিত ঘোষও।

আবার সোমবার বটলিফ ফ্যান্টির বোনাস বৈঠকে কোনও ফয়সালা হল না। শিলিগুড়িতে এদিন প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টার ম্যারাথন আলোচনাতেও জট খেলেনি। মালিকপক্ষ গতবারের মতোই ১৭ শতাংশ হারের বোনাস প্রস্তাব দেয়। শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা ২০ শতাংশ হারের দাবিতে অনড়। আগামী ৮ অক্টোবর ফের আলোচনা হবে। ফলে উত্তরবঙ্গের শতিনেক বটলিফ ফ্যান্টির প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিকের বোনাস-ভাগ্য বুলেই রইল।

পুজোর দিনে টোটে নিষিদ্ধ শহরে

না। উৎসবের দিনগুলোতে একসময় অটোর ব্যবহার হলেও সপরিবারে যোয়ার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত পরিবারে এখন টোটে ছাড়া বিকল্পই নেই। মহানন্দাপাড়ার বাসিন্দা মনোজ রায় বলছিলেন, ‘আগে মেয়ে কলেজ থেকে একটি টোটে ভাড়া করে বাড়ি চলে আসত। এখন দু’বার টোটে বদলাতে লাগে। তাতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু পুজোর দিনগুলোতে যদি একেবারেই টোটে শহর থেকে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে তো হেঁটেই ঘুরতে হবে।’

শুধু যোয়ার ব্যাপারই নয়, পুজোর দিনগুলোতেও অগ্নিগলিত বা বুলেই মত সাধারণ মানুষের। পুলিশ শহরের এই গলিরাস্তায় যাতায়াতে এখন টোটেই একমাত্র সম্ভল। মহানন্দাপাড়ার বাসিন্দা ভীম সাহানি বলছিলেন, ‘গতবারই মেয়ে সপ্তমীর দিন খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছিল। কোনও গাড়ি না পেয়ে শেষপর্যন্ত পাড়ার এক টোটেটালকব রুবিয় ভাড়া করেছিলাম।’

পুলিশ প্রশাসনের এ ধরনের সিদ্ধান্তের কথা শুনে পুজোর দিনগুলোতে কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না টোটেটালকব মানস রায়। তিনি বলছিলেন, ‘উৎসবের দিনগুলোতে তো আমরা

বাড়ি আয়ের জন্য সারারাত ঘুরে বেড়াই। প্রশাসন বিধিনিষেধ দিক, তা মানব। কিন্তু এভাবে পুরোপুরি বন্ধ করে দিলে আমরা পুজোর দিনগুলোতে অন্ধকারে পড়ে যাব।’ কমিশনারের এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে এলেও ট্রাফিক প্রশাসনের অন্দরে অবশ্য এখনও এমন কোনও বাতী আসেনি বলে সূত্রের খবর। বড় গাড়ি ও চার চাকা বড় রাস্তায় চললেও ভেতরের রাস্তাতে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলেও জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার। এই নিয়মও কার্যকর হলে পায়ে হেঁটে ঠাকুর দেখা ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকবে না বলেই মত সাধারণ মানুষের। পুলিশ কমিশনার বলেন, ‘আমরা পুজোর দিনগুলোতে সূঠ ট্রাফিক ব্যবস্থা রাখতেই বাধ্যতায় দেওয়া নিচ্ছি। মূল রাস্তাগুলোয় কোনও পার্কিং না রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।’

অন্যদিকে, এবারও বাইরে থেকে ফেরা আসছে শহরে। পুলিশ কমিশনার বলেন, ‘পালা পোশাকের পুলিশ, মহিলা পুজোকারীরা রাস্তায় থাকবেন। কেউ ছজ্জতি কিংবা জম্মীল আচরণ করলেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টও রাস্তায় থাকবে।’ ডিউ জায়গাগুলোতে জ্বোন ওড়ানো হবে।’

আইনজীবী খুন

কিশনগঞ্জ, ৫ অক্টোবর : আইনজীবীকে গুলি করে খুনের অভিযোগ এক দুর্ভৃতীর বিরুদ্ধে। সোমবার কাটিহার সদর থানার কুন্ডারটোলি পল্লিভিত্ত চরের কাছে ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম শুভু আসামি। তিনি রেজিষ্টারপুুরের বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ দেহে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাটিহার সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঠিক কী কারণে ওই আইনজীবীকে খুন করা হল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তের খোঁজ চলছে।

এই আবিষ্কারের সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা হয়তো এখন সামনে। কারোলালিন্দা ইনসিটিউটের অধ্যাপক এবং নাবেল কমিটির সদস্য আনা ভেডেলের কথায়, বড় রহস্যগুলির একটি। আমরা জানি, মস্তিষ্কের কোথায় কী ধরনের কার্যকলাপ হয়। কিন্তু কোন কোষ ঠিক কী কাজ করছে, সেটা নিশ্চিতভাবে বোঝা এখনও কঠিন। অপটোজেনেটিক্স সেই জায়গায় নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। মস্তিষ্কের মানচিত্র শুধু আঁকা নয়, মানচিত্রের প্রতিটি রাস্তা পরীক্ষা করার সুযোগ তৈরি হয়েছে এখন।

এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে ডিমেনশিয়া, মূগী এবং আসক্তির মতো রোগ বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের আশা। কারণ, সূহ মস্তিষ্কের কোন কোষ কী কাজ করে জানতে পারলে সৃষ্টি মস্তিষ্কে কোথায়, কী ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে, সেটা বোঝা সহজ হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ২০২৬ সালের নাবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত তাই শুধু আবিষ্কারের গল্প নয়। বরং একটি ছোট শৈবাল থেকে মানুষের মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক অভিযানের গল্প।

কমিশনের সিদ্ধান্তে নজর

প্রথম পাতার পর

ডেপুটি কমিশনার মণিা গর্গ এবং ডিউজি (আইটি) সীমা থামার জবাব তুলব করছেন। এক সপ্তাহের মধ্যে সবাইকে জবাব দিতে বলা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে ফের মামলাটির শুনানি হবে। বিচারপতি বাগ্গী বলেন, সব পক্ষের নোটেশের জবাব পাওয়ার পরে নথিতে যদি দেখা যায় কোনও সিদ্ধান্ত আইনসিদ্ধ ক্ষমতাসহ সীমা অতিক্রম করেছে, তাহলে আদালত সেই সিদ্ধান্তের ওপর নিষেধাজ্ঞা বা বাতিলের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। সোমবারের শুনানিতে ফর্ম-৬ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ মামলায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নতুন ভোটারদের তালিকায় নাম তোলার ৬ নম্বর ফর্মের পরিবর্তন নিয়ে আদালতের স্পষ্ট বক্তব্য, ‘ফর্ম ৬-এ কোনও পরিবর্তন আমরা অনুমোদন করিনি।’ প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘নথি আদালতের সামনে এলে দেখা হবে আসলে কে ফর্ম-৬ পরিবর্তন করেছিল।’

গত ২৬ সেপ্টেম্বর নিবর্চন কমিশন দাবি করেছিল, এসআইআর-এর সময় ৬ নম্বর ফর্মের সঙ্গে যুক্ত অতিরিক্ত যোগ্যপত্রটি সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদনপ্রাপ্ত। কিন্তু সোমবার প্রধান বিচারপতি সেই দাবিতে জল ঢেলে দেওয়ার প্রস্তাব মুখে পড়ল কমিশন। সুপ্রিম কোর্টের মামলা দুটি করেছিলেন রাকেশকুমার সিং এবং শৈলেন্দ্র মণি ত্রিপাঠী। তাঁদের অভিযোগ, ভোটার তালিকা

বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) অন্য দুই আদেশের সম্মতি ছাড়াই মুখ্য নিবর্চন কমিশনার এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্তত ১৪টি সিদ্ধান্তে দুই

নিবর্চন কমিশনারের আপত্তি ছিল। সিদ্ধান্তগুলি আইন মেনে নেওয়া হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখার আবেদন জানান মামলাকারীরা। মামলাকারীদের আইনজীবী রিক্শা সিং দাবি করেন, মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নিবর্চন কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি যেন সর্বসম্মতভাবে অথবা আইন অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নেওয়া হয়। জ্ঞানেশ কুমার অস্তবর্তীকালীন সাসপেন্ড করার আবেদনও করেন তিনি।

জ্ঞানেশের আইনি রক্ষাকবচ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিকাশ। তাঁর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি বাগ্গী জানান, আদালতের বিচারপতিরাও এমন সুরক্ষা পান না। তবে মুখ্য নিবর্চন কমিশনারকে সাসপেন্ড করার মতো কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিতে রাজি হয়নি কোষ। একটি ইংরেজি ‘দৈনিকে কমিশনে’ অনিয়মের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, ‘কোনও সংবাদ প্রতিবেদন সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে, আংশিক সত্য হতে পারে, আবার ভুলও হতে পারে। তাই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির কাছ থেকে নথি ও জবাব পাওয়ার পরই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।’

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে লোকসভার বিচারপতি দলেন্দু রাহুল গাঙ্গি এক্স হ্যাটলে লেখেন, ‘এখন আর কোনও সন্দেহ নেই যে, জ্ঞানেশ কুমার বেআইনিভাবে এবং একতরফাভাবে ফর্ম-৬ পরিবর্তন করেছিলেন। এটি আরও একটি প্রমাণ যে, তিনি নিজের পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।’



১৫

দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাইমারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী
সঞ্চিতা সরকার। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকতে
ভালোবাসে সে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণও করে।

আমার শহর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

S 9

৬ অক্টোবর ২০২৬

৯

পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস

কংগ্রেসের সঙ্গে মুখর তৃণমূলও

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস ইস্যুতে গ্রাম তুলে আগেই সিপিএমের তরফে লিখিতভাবে অভিযোগ জমা করা হয়েছিল। শেষ দিন সোমবার কংগ্রেস ও কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের তরফেও পৃথকভাবে লিখিত অভিযোগ জমা পড়ল। যদিও স্থানীয়ভাবে নাগরিকদের তরফে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। তবে রাজনৈতিক দলগুলির তরফে জমা পড়া অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলা শাসক তথা জেলা পুর নিবর্তন আধিকারিক কী পদক্ষেপ করেন, তা এখন আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'একাধিক রাজনৈতিক দলের তরফে কিছু অভিযোগ লিখিত আকারে জমা পড়েছে। সেসব খতিয়ে দেখা হবে।'

শিলিগুড়ি শহরে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোনও প্রকার নিয়ম মানা হয়নি বলে শুরু থেকেই অভিযোগে সুর চড়িয়ে আসছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। জেলা পুর নিবর্তন আধিকারিকের তরফে পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত খসড়া তালিকা প্রকাশের পর থেকেই লিখিতভাবে অভিযোগ জানানোর তোড়জোড় শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। এরই মাঝে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে জেলা শাসক শিলিগুড়িতে সর্বদলীয় বৈঠক করেন। সেই বৈঠকের পরপরই সিপিএমের তরফে লিখিত আকারে অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগপত্রে সিপিএমের দাবি ছিল, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখা হয়নি। বিজেপি নেতৃত্ব অবশ্য সেই অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে চায়নি। বরং তারা শুরু থেকেই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে

প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে সহমত পোষণ করে চলেছে।

শহরের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে পুরনিগমের তরফে পেশ করা তথ্যের ভিত্তিতেই জেলা পুর নিবর্তন আধিকারিক খসড়া তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাতেই স্পষ্ট হয়েছে, ৪০ ও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড দুটিকে ভেঙে তিনটি করে ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে ১, ৪, ৫, ২৪, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৪১ থেকে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডগুলোকে দু'ভাগ করা হয়েছে। তাতেই আপত্তি জানিয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। অভিযোগ, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে ভোটার, জনসংখ্যা কিংবা ভৌগোলিক সমতা মানা হয়নি। এমনকি ভোটারের নিরিখে বড় ওয়ার্ড না ভেঙে অপেক্ষাকৃত ছোট ওয়ার্ডগুলিকে ভাগ করা হয়েছে।

কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলার সভাপতি সুবীন ভৌমিক বলেন, 'জনগণনার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। সে ক্ষেত্রে ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে কেন ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা হল? নিয়ম মেনে পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া হলে ওয়ার্ড সংখ্যা ৬৩-র থেকেও বেশি হত।' অন্যদিকে, কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের দার্জিলিং জেলার চেয়ারম্যান গৌতম দেব বলেন, 'ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোনও তালমিল নেই। কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। শুধুমাত্র শাসকদলকে খুশি করতে তাদের মতো করে করা হয়েছে। অভিযোগপত্রে উদাহরণ সহ সবকিছু তুলে ধরা হয়েছে।' বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সহ সভাপতি সবিতা আগরওয়াল বলেন, 'বিরোধীরা যে দাবি করছে, তা ভিত্তিহীন। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য। নিবর্তন কিংবা প্রার্থীদের সুবিধার জন্য নয়।'



পুজোয় ট্রেন ধরতে উদ্বেগ

টোটে নিয়ে এখন সিদ্ধান্ত হয়নি।

মাটিগাড়া ও এনজেপি রুটের মধ্যে সিটি অটো চালান সন্মার কণ্ডু। সমীরের কথায়, 'যাত্রীদের নিয়ে বিকালের পর কোন রুট দিয়ে এনজেপি স্টেশনে যাব বুঝতে পারছি না।' বিগত বছরগুলিতে রেল ইনস্টিটিউট মাঠে সেন্ট্রাল কলোনির পুজো হত। এ বছর জায়গা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু মাঠের সামনের প্রধান রাস্তা বিজ্ঞাপন লাগানোর জন্য বাঁশের কাঠামোয় ইতিমধ্যেই ঢেকে গিয়েছে। সেই রাস্তার আশপাশের সমস্ত রাস্তায় গাড়ি পার্কিং থাকবে, তা বলা বাহুল্য। লেকটাউনের বাসিন্দা তমাল কর্মকারের কথায়, 'এনজেপি স্টেশন পৌছাতে রেল কোয়ার্টারের ভেতর গলিপথে যেতে হবে। কিন্তু সেই গলিপথ অনেকেই চেনেন না, যা সমস্যার কারণ হবে।'

ট্রাফিক পুলিশ তিনবাতি থেকে গेटবাজার, মোড় বাজার হয়ে যাত্রীদের রেল হাসপাতালের পাশ দিয়ে এনজেপি মেইন রোডে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু

শক্তিগড়, উইনার্স ক্লাবের পুজোর জন্য গेटবাজারে ভিড় থাকবে। তা ছাড়া, অধিকানগরের দিক দিয়ে যে মানুষ আসবেন, তাদের যানবাহন হাসপাতালের আশপাশে পার্কিং থাকবে।

এদিকে, ফুলেশ্বরীর রেলগেট বন্ধ করে দেওয়া সমস্ত চাপ আন্ডারপাসের ওপর পড়বে। ফুলেশ্বরীর ব্যবসায়ী সনাতন সাহা জানান, বিগত বছরে তরুণ তীর্থ ক্লাব, অগ্রণী সংঘের পুজো দেখার জন্য ফুলেশ্বরীতে ব্যাপক যানজট হত। তাছাড়া, সূর্যনগর মাঠের ভিড় আলাদা মাত্রা নেয়। সেখানে রেলগেট বন্ধ হওয়ায় যানজট আরও বাড়বে। ফুলেশ্বরী হয়ে এনজেপির দিকে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। তবে সিকিম বা কার্সিয়াং থেকে যারা আসবেন, তাঁরা ইস্টার্ন বাইপাস, ভরেশ মোড়, ভিআইপি রোড হয়ে এনজেপি সহজে পৌছাতে পারবেন। তবে সেই একটি রাস্তা ছাড়া, সমস্ত রাস্তা নিয়ে পুলিশের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও চিন্তিত।

সাগর বাগাচী

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : ঘড়ির কাঁটার বিকেল নামলেই প্রমাদ গুনছেন হাজার হাজার ট্রেনযাত্রী। পকেটে পদাতিক, দার্জিলিং মেল কিংবা উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের কনফার্মড টিকিট— অথচ স্টেশনে পৌঁছানো নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। পুজোর দিনগুলোতে শিলিগুড়ির সবকটি প্রধান সড়কে বড় বাজেটের পুজোর দাপট এনজেপি পৌঁছানো নিয়ে দৃশ্টিস্তা বাড়ছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উডালপুল হয়ে টিকিয়াপাড়া, দেশবন্ধুপাড়া হয়ে বহু যাত্রী এনজেপি স্টেশনে পৌঁছান। কিন্তু দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ও সূর্য সংঘের পুজোর জন্য দেশবন্ধুপাড়া মেইন রোডে পুলিশ যান চলাচল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করবে। দর্শনাথীদের যানবাহনের পার্কিংয়ের জন্য আশপাশের গলিও ভিড়ে ঠাসা থাকে।

এদিকে, থানা মোড় হয়ে



কমদামে এক গাড়িতে চিনি-পেঁয়াজ

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : পুজোর আগে শিলিগুড়িতে মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে বিভিন্ন পাড়ায় পেঁয়াজ এবং চিনি বিক্রি করছে কৃষি বিপণন দপ্তরের ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির (এফপিসি)। তবে একটিমাত্র গাড়ি এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ায় অনেক জায়গা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকছে। দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'আপাতত কিছু পেঁয়াজ এবং চিনি বাজারদরের তুলনায় কিছুটা কম দামে বিক্রি করা হচ্ছে। তাতে পুজোর আগে ক্রেতারা সুবিধা পাবেন। এফপিসিগুলির অনীহা রয়েছে। সেজন্য ভ্যান বেশি চালু করা যাচ্ছে না।' বর্তমানে শিলিগুড়িতে খোলা বাজারে পেঁয়াজ ৫০-৬০ টাকা কেজিদরে বিক্রি হচ্ছে। কৃষি বিপণন দপ্তর পেঁয়াজ বিক্রি করছে প্রতি কেজি ৩৫ টাকায়। শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার সূত্রে খবর, দার্জিলিং জেলার জন্য মোট ৮ মেট্রিক টন পেঁয়াজ কেনা হয়েছে। নিয়ন্ত্রিত বাজারের এক আধিকারিক বলেন, 'খোলা বাজারে পরিবহণ খরচ যুক্ত হয় এবং অনেক দোকানে ভালো পেঁয়াজ বিক্রি হয়। এফপিসি কিছুটা মাঝারি মাপের পেঁয়াজ বিক্রি করেছে।'

কৃষি বিপণন দপ্তর চিনি বিক্রি করছে ৫৩ টাকা কেজি দরে। খোলা বাজারে তা ৫৫-৬০ টাকা। অর্থাৎ দামের ফারাক তেমন নয়। সেজন্য চিনির চাহিদা কম বলে জানাচ্ছেন এফপিসির বিক্রেতারা। শিলিগুড়ির জন্য মোট ১২০ কেজির বেশি চিনি কিনে বিক্রি করা হচ্ছে। শহরের নয়াবাজার থেকে সেগুলি পাইকারি ৫০ টাকা দরে কেনা হয়েছে বলে দাবি। কম দামে চিনি বিক্রির আশ্বাস দিয়েছিলেন মন্ত্রী। চাষিদের কাছ থেকে আনাজ কিনে সরাসরি বিক্রি করত সুফল বাংলা। তৃণমূল সরকারের সময় এটাই ছিল চাষি এবং সাধারণ ক্রেতাদের রেহাই দেওয়ার মাধ্যম। রাজ্যে পালাবদলের পরে সেটা বন্ধ হয়েছে। পঞ্চায়েতমন্ত্রী সেটাকে বৃহৎ আকারে করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। তবে এখনও চালু হয়নি।

DELHI PUBLIC SCHOOL

SILIGURI & FULBARI

+91 7829920209 CBSE AFFILIATION NO. 2430083 | CBSE AFFILIATION NO. 2430269 +91 8695609514

ANNOUNCES ADMISSIONS FOR ACADEMIC SESSION 2027-28 FROM 1st to 10th OCTOBER, 2026

FORMS AVAILABLE AT SCHOOL CAMPUS FOR ADMISSION IN PRE-NURSERY TO CLASS 9 & CLASS 11 FROM 9 A.M TO 4 P.M ON ALL DAYS, INCLUDING SATURDAYS & SUNDAYS. FORMS ARE ALSO AVAILABLE IN DPS SILIGURI & DPS FULBARI OFFICIAL WEBSITES

DPS SILIGURI

CLASS 12 TOPPERS (2025-26)

WEST BENGAL TOPPER
TANISH MITTAL
COMMERCE TOPPER
99.4%

DIYA SAHANI
HUMANITIES TOPPER
96.8%

ARCHIT ROY
SCIENCE TOPPER
96%

PREETANGSHU MISTRI
SCIENCE TOPPER
96%

DPS FULBARI

CLASS 12 TOPPERS (2025-26)

AHANJIT PAUL
HUMANITIES TOPPER
97.6%

KRISHAN AGARWAL
COMMERCE TOPPER
97.6%

RACHAYITA BARMAN
HUMANITIES TOPPER
97%

SANCHARI MOITRA
SCIENCE TOPPER
96.8%

CLASS 10 TOPPERS (2025-26)

SOUPARNO BOSE
99.4%

BIBASWAN KARGUPTA
99.2%

SOURODEEP PAL
99%

ARPON ADHIKARI
99%

SHIVEN SHEKHAR
98.6%

ARIN BHAGAT
98.6%

SWAPNANEEL DAS
98.2%

CLASS 10 TOPPERS (2025-26)

RIDA KALIMI
99.4%

SRIJA BHARATI
99.2%

ADDITEE GUPTA
98.6%

HARSHVARDHAN SHARMA
98.2%

DPS, SILIGURI - No. 1 Day - Cum Boarding School in West Bengal for 13 Years in "Day - Cum Boarding School Category".
DPS, FULBARI - No. 1 Emerging High Potential School in West Bengal in "Emerging High Potential School Category".

COMPLEMENTARY HEALTH INSURANCE

- HOSPITALIZATION EXPENSES UPTO ₹1,00,000/-
- SUM INSURED FOR PERSONAL COVER ₹2,50,000/-
- OPD EXPENSE COVERAGE UPTO ₹10,000/-

In Association with The New India Assurance Co. LTD

SATURDAYS OFF

More Family Time. Greater Flexibility. A Better Weekend.

SCHOLARSHIP OPPORTUNITIES FOR CLASS 11 (NEW ADMISSIONS ONLY)

ACADEMIC ACHIEVERS WITH **96% & ABOVE** For DPS Siliguri

SUBJECT COMBINATIONS FOR CLASSES 11 & 12

SCIENCE STREAM - English, Physics, Chemistry, Biology, Computer Science, Mathematics, Informatics Practices, Applied Mathematics, Mass Media Studies, Economics, Geography, Artificial Intelligence, Physical Education, Entrepreneurship, Psychology, Hindi, Bengali, Kathak, Painting, Yoga, NCC.

COMMERCE STREAM - English, Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics, Applied Mathematics, Mass Media Studies, Informatics Practices, Artificial Intelligence, Physical Education, Hindi, Bengali, Entrepreneurship, Kathak, Painting, Legal Studies, Psychology, Yoga, NCC.

HUMANITIES STREAM - English, Political Science, Sociology, Mass Media Studies, History, Geography, Economics, Entrepreneurship, Psychology, Informatics Practices, Artificial Intelligence, Physical Education, Hindi, Bengali, Applied Mathematics, Kathak, Painting, Legal Studies, Yoga, NCC.

DELHI PUBLIC SCHOOL, SILIGURI
+91 7797866887 +91 7829920209

BUS FACILITY AVAILABLE

DELHI PUBLIC SCHOOL, FULBARI
+91 8695609514 +(91) 9734725745, 9734303675



আফগানভূমে লেখাপড়া...

সোমবার কান্দাহারে।

জ্ঞানেশের ইস্তফা দাবি আজ কমিশন অভিযানে ইন্ডিয়া

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা এবং ভোটার তালিকার এসআইআর বিতর্কের প্রতিবাদে মঙ্গলবার দিল্লির রাজপথে নামছে বিরোধী শিবির ‘ইন্ডিয়া’। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় এবং সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য এম এ বেবির দৌতা সঙ্কেও মঙ্গলবারের এই কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছে না আাম আদমি পার্টি (আপ) এবং ডিএমকে। সুঘের খবর, কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতেই এই দুই দল যৌথ রাজপথের আন্দোলনে এড়িয়ে চলছে।

পূর্ব নিধারিত সূচি অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল ১০টায় সংসদ ভবনের মকর দ্বারের সামনে জমায়েত হবেন বিরোধী সাংসদরা। হাতে পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে সেখান থেকেই নির্বাচন কমিশনের দপ্তর অভিমুখে মিছিল শুরু হবে। তবে মিছিল ট্রান্সপোর্ট ভবনের কাছে পৌঁছানোর আগেই অমিত শাহের নিয়ন্ত্রণাধীন দিল্লি পুলিশ ডাবল ব্যারিকেড দিয়ে পথ আটকাতে পারে বলে আশঙ্কা করছে বিরোধী নেতৃত্ব। সেই প্রতিবন্ধকতা কাটাতে একাধিক ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে এসোনের বিরুদ্ধ হুক কয়েকনে বিরোধীরা, যাতে অন্তত একটি দল হলেও কমিশনের দপ্তরে পৌঁছে প্রতিবাদ জানাতে পারে।

প্রতিবাদ মিছিলে প্রায় ১৫০ জন বিরোধী সাংসদ অংশ নেবেন বলে জানা গিয়েছে। তৃণমূলের তরফে লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও’ব্রায়েন এবং মহুয়া মেএ মিছিলে হাটবেন। অন্যদিকে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে দীর্ঘ পথ হাটতে অপারগ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়াগে, সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জয়া বচন এবং প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ অধ্যাপক সৌগত রায়ের মতো নেতাদের গাড়িতে করে সরাসরি নির্বাচন কমিশনের কা্যালারের সামনে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এদিকে, সিইসি-র বিরুদ্ধে বাম ছাত্র সংগঠনগুলির লাগাতার বিক্ষোভের আবহেই ‘ইন্ডিয়া’ জোটের এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেছে দিল্লি পুলিশ। ইতিমধ্যে পালামেন্ট লাগোয়া এলাকা ও নির্বাচন কমিশন ভবন সংলগ্ন রাস্তাগুলি ডাবল ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। বিরোধীদের এই রাজপথের লড়াই যেমন একদিকে কমিশনের ওপর চাপ বাড়াবে, অন্যদিকে আপ ও ডিএমকে-র দূরত্ব জোটের ভবিষ্যৎ নিয়নে নতুন করে রাজনৈতিক প্রশ্ন তুলে দিল।

দেশে শান্তি পাই না বলে ঢৌক গিললেন সঞ্জয়

মুম্বই, ৫ অক্টোবর : সম্প্রতি অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত বলেছেন ‘আগের মতো এদেশে আর শান্তি পাই না’। তারপরই (নেটিজেনরা তাকে নিয়ে সমালোচনা করা শুরু করেছে। জবাবে অভিযোক্তা বলেন, ‘আমি কাউকে আন্তো দিতে চাইনি।’ কী হয়েছিল ঘটনা? শেখর সুমনের শো, শেখর টুনাটো-এ সঞ্জয় গিয়েছিলেন গান্ধি জয়ন্তীর দিন, কারণ মুম্বাইই এমবিবিএস-এ গান্ধিগিরি করার বিষয় ছিল। সেখানেই তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশের মানুষ খুব ভালো, এখানে শান্তি থাকা উচিত, কিন্তু এখন এখানে শান্তি পাই না। ভারতীয়রা উদার হৃদয়ের মানুষ, অতিথিবৎসল। আমি সব সময় অন্যদের কিছু না কিছু দিইয়েছি, ভবিষ্যতেও দিতে



চাই। শিবজির কাছে প্রার্থনা করি, সেই সময়টা যেন দ্রুত আসে।’ শুধু তাই নয়, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম না করে তাকেও আক্রমণ করছেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি কী করবেন? মুম্বাইয়ের স্টাইলে তাঁর উত্তর, ‘প্রধানমন্ত্রী হয়ে খুব ভালো লাগছে, এ তো খুব বড়ো দায়িত্ব। এই আনন্দ উদযাপন করতে বিদেশে যাব না, দেশের মানুষের সঙ্গে থাকব, মানুষের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সংযোগ থাকা জরুরি।’ এরপর অভিনেতাকে আক্রমণ করা শুরু হয়। তিনিও এবার মত পালটে বলেছেন, ‘...কোনও ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা সংস্থা আবেগকে আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার বক্তব্য হলো চালো বলা, টিক যেভাবে মুম্বাই-এ হাসি আর ব্যঙ্গ মেশানো সংলাপের মাধ্যমে গান্ধিজির আদর্শ, প্রেম, একতা, সদভাবনার বার্তা দেওয়া হয়েছে, আমি সেভাবেই বলেছি। দুর্ভাগ্যবশত, আমার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে।’

সংবিধানের ঠিকাদার বলে কটাক্ষ সিজেপি-কংগ্রেসে দূরত্বের আবহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে পথে নেমেছে ককরোচ জনতা পার্টি। ১০ অক্টোবর দিল্লিতে শান্তিপূর্ণ মিছিলের ডাক দিয়েছে তারা। একই ইশতে সরব কংগ্রেসও। মঙ্গলবার দিল্লির রাজপথে নামছে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। এই আবহে কংগ্রেস এবং সিজেপির মধ্যে সংঘাত নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। এখনও পর্যন্ত রাহুল গান্ধির প্রকাশ্যে সিজেপিকে সমর্থন বা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার ছবি সামনে আসেনি। যদিও যৌথ প্রতিবাদী মঞ্চের সুর শোনা গিয়েছে তাঁর গলায়। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন আন্দোলনকে এক ছাতার তলায় আনতে ডিজিটাল ‘সত্যাপ্রহ’ কর্মসূচি শুরু করে তিনি জানান, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নির্বাচনের দাবিতে লড়াই করা বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলিকে একত্র করা প্রয়োজন। রাহুলের ‘সত্যাপ্রহ’ ঘোষণার প্রায় একই সময়ে সিজেপি নেতা আশুতোষ রাষ্ট্রা এবং সৌরভ দাস একটি ‘স্বঘোষিত উদারপন্থী ইকোসিস্টেম’-এর বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁদের অভিযোগ, এই গোষ্ঠী সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপককে হয়ে করার চেষ্টা করছে এবং এমন ভাব করছে যেন তারা ই গণতন্ত্র রক্ষাকারী এবং সংবিধানের ‘ঠিকাদার’। সিজেপি নেতারা সরাসরি কংগ্রেসের নাম না নিলেও, সৌরভ দাস বিজেপির পাশাপাশি ‘অন্য একটি দল’-এর সমালোচনা করেন।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই রাহুল সংবিধান রক্ষার বার্তা দেন এবং তারপর সংসদেও প্রবেশ করেন হাতে লাল রঙের ছোট সংবিধান নিয়ে। এই মর্মেই সংবিধান রক্ষার ‘ঠিকাদার’ যে কংগ্রেসের উদ্দেশ্যেই, এরকমই দাবি কংগ্রেসের একাধিক নেতা-কর্মীরা, তাঁদের বক্তব্যকে নিজেদের দলের উদ্দেশ্যে করা কটাক্ষ হিসেবেই দেখেন। দু’পক্ষের সমাজমাধ্যম বাতায় পালটাপালটি আক্রমণও শুরু হয়। কংগ্রেস নেতা রীতম সিং বলেন, ‘অসমে আটক সিজেপি নেতাদের সাহায্য করেছে কংগ্রেস। কিন্তু রাষ্ট্রা, গৌরব গগৈ সহ কংগ্রেস সাংসদদের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেন।’

এর আগে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, নিট সহ বিভিন্ন ইস্যুতে কংগ্রেস ও সিজেপি পৃথকভাবে আন্দোলন করেছে। বর্তমানে নির্বাচন কমিশন ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জনেশ কুমারের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও দুই পক্ষ সক্রিয়। ফলে বিজেপি-বিরোধী আন্দোলনের পরিসরে কে নেতৃত্ব দেবে, তা নিয়ে দুই দলের মধ্যে বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।



নিপুণ কাজ... আগ্রাতে সোমবার।

এবার প্রার্থী নন হরদীপ সিং, বর্মা

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : আসাম রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য উত্তরপ্রদেশ থেকে আট প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল বিজেপি। ১৬ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের ১০টি আসনে নির্বাচন হতে চলেছে। সোমবার প্রকাশিত বিজেপির তালিকায় দেখা যাচ্ছে, বিদায়ি আট সাংসদের কাউকেই পুনর্মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। সবথেকে বড় চমক হিসেবে তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এবং বিএল বর্মা। বিজেপির প্রার্থী তালিকায় রয়েছেন ধর্মপাল সিং, রাধাকান্ত ওঝা, প্রকাশ পাল, বিন্দ্যাসাগর সেনাকর, গোপীকৃষ্ণ পাণ্ডে, প্রিয়াকান্ত সিং রাওয়াত, রামপ্রতাপ সিং চৌহান এবং শ্রুতি গান্ধোয়ার। ২০২৭-এর বিধানসভা নির্বাচনের কথা জাতিগত অজিগত সমীকরণ এবং সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তালিকায় দু’জন মহিলা প্রার্থীর নাম রয়েছে। তাঁরা হলেন প্রাক্তন সাংসদ প্রিয়াংকা সিং রাওয়াত এবং ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সন্তোষ গান্ধোয়ারের কন্যা শ্রুতি গান্ধোয়ার।

সামাজিক বিন্যাসের হিসাবে আটজনের মধ্যে তিনজন ওবিসি (লোথি, পাল ও কুমি), দু’জন তমিশলি জাতিভুক্ত, দু’জন ব্রাহ্মণ এবং একজন রাজপুত সম্প্রদায়ভুক্ত। এছাড়া কানপুর-বুন্দেলখণ্ডের প্রাক্তন সাংগঠনিক প্রধান প্রকাশ পাল এবং বর্তমান রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রামপ্রতাপ সিং চৌহানকে সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে রাজ্যসভায় পাঠানো হচ্ছে। ১০টি শূন্য আসনের মধ্যে বর্তমানে ৮টি বিজেপির, ১টি সমাজবাদী পার্টির এবং ১টি বহুজন সমাজ পার্টির দখলে রয়েছে। ৪০৩ সদস্যের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় বর্তমানে বিয়াক সংখ্যা ৩৬১। এই নির্বাচনে প্রতিটি প্রার্থীর জয়ের জন্য ৩৭টি প্রথম পছন্দের ভোটে প্রয়োজন হবে। অঙ্কের বিচারে বিজেপির আটটি এবং সমাজবাদী পার্টির দু’টি আসনে জেতার সম্ভাবনা প্রবল। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আট প্রার্থীকে ঐতিহাসিক জয়ের জন্য আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

নারী নিপীড়কদের মনে যেন ভয় ধরে

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : রাজধানীতে একের পর এক গণধর্ষণের ঘটনার মোকাবিলায় দিল্লি পুলিশকে অতি কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি জেবি পারদিওয়াল্লা ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেক্ষ সাফ জানিয়েছে, অপরাধীদের মনে মৃত্যুভয় না ঢোকাতে পারলে নারী-নির্ষাতন রোখা যাবে না।

পার্ক ও চলন্ত বাসে কিশোরীদের ওপর নির্যাতনের পর স্বতঃপ্রস্গোদিত মামলা শুরু করে শীর্ষ আদালত। বেক্ষের মতে, শুধু কাগজে-কলমে নির্দেশ দিলে হবে না, মাঠে নেমে কাজ করতে হবে পুলিশকে। তৎপরতা বাড়াতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে টহলদারি’র বদলে ‘এলাকায় ঘুরে ঘুরে টহলদারি’ করতে হবে। একইসঙ্গে একটি কেন্দ্রীয় ‘ওয়ার কম’ তৈরি করে টহলদারির গোটা প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করা দরকার। সোজা কথায়, পুলিশকে আরও বেশি করে রাস্তায় থাকতে হবে, যাতে তাদের দেখা যায়। জনসাধারণের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে এবং খোঁজখবর নিয়ে কাজ করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। বিচারপতি পারদিওয়াল্লা বলেন, ‘আমাদের বিকাশ রক্ষা করুন, নির্যাতন প্রতিটি মেয়েই আমাদের বোন, এটা পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। পুলিশকে যেন সব সময় আরও বেশি করে রাস্তায় দেখা যায়।’

২০১২ সালের নির্ভর্যাকণ্ডের সঙ্গে সম্প্রতিক ঘটনাগুলির মতো, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নির্বাচনের দাবিতে লড়াই করা বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলিকে একত্র করা প্রয়োজন। রাহুলের ‘সত্যাপ্রহ’ ঘোষণার প্রায় একই সময়ে সিজেপি নেতা আশুতোষ রাষ্ট্রা এবং সৌরভ দাস একটি ‘স্বঘোষিত উদারপন্থী ইকোসিস্টেম’-এর বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁদের অভিযোগ, এই গোষ্ঠী সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপককে হয়ে করার চেষ্টা করছে এবং এমন ভাব করছে যেন তারা ই গণতন্ত্র রক্ষাকারী এবং সংবিধানের ‘ঠিকাদার’। সিজেপি নেতারা সরাসরি কংগ্রেসের নাম না নিলেও, সৌরভ দাস বিজেপির পাশাপাশি ‘অন্য একটি দল’-এর সমালোচনা করেন।

প্লেগে মৃত্যু গবেষকের

শেলেখোভ, ৫ অক্টোবর : রাশিয়ারসাইবেরিয়ায়গবেষণাগারে নমুনা পরীক্ষার সময় টেস্টটিউব ভেঙে নিউমেনিক প্লেগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ২৮ বছর বয়সি গবেষক দারিয়া শিপিলোভা। এই মারাত্মক ঘটনায় ইতিমধ্যে ২০০ জনকে নিভৃতভাবে পাঠানো হয়েছে। শেলেখোভের ‘অ্যান্টি-প্লেগ রিসার্চ ইনস্টিটিউটে’ নমুনা সংগ্রহের সময় অসাবধানতাবশত একটি জীবাণু ব্যাকটিরিয়া-ভরা টেস্টটিউব হাত থেকে পড়ে ভেঙে যায়। এরপরই মারাত্মক জীবাণুর



সংক্রমণে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই তরুণী ল্যাব টেকনিশিয়ান। গত ২৯ সেপ্টেম্বর তাঁর শ্বাসকষ্ট নিয়ে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার দ্রুত অবনতি হওয়ায় ভেন্টিলেটরে রাখা হলেও ১ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়। সংক্রমণ ছড়ানো রুখতে এলাকাটির পাঁচটি হাসপাতাল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনার পর ছড়ানো আতঙ্ক সামাল দিতে ইরকুৎস্কের রাজ্যপাল ইগোর কোবাজেভ এক বিবৃতিতে বলেন, ‘ওই ল্যাবে যে বিপজ্জনক জীবাণু নিয়ে কাজ হত, পরীক্ষায় মৃত্যুর শরীরে তার কোনও চিহ্ন মেলেনি।’ একই সঙ্গে তিনি আশ্বস্ত করে জানান, ‘রোগীর সম্পর্কে আসা সকলকে চিহ্নিত করে প্রতিদিন পরীক্ষা করা হচ্ছে। একইসঙ্গে নজরদারিতে রাখা হচ্ছে চিকিৎসকদেরও।’

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, নিউমেনিক প্লেগ ফুসফুসের একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ছোয়াছে রোগ, যা আক্রান্তের হাঁচি-কাশি থেকে দ্রুত বায়ুর মাধ্যমে সুস্থ শরীরে ছড়ায়। লক্ষণ দেখা দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসা শুরু না হলে রোগটি নিশ্চিতভাবে প্রাণঘাতী হতে পারে। বর্তমানে ইরকুৎস্ক ও শেলেখোভের সার্বিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে স্থানীয় প্রশাসন দাবি করেছে।

দিল্লি পুলিশকে সুপ্রিম-বার্তা



- নারী-নিপীড়কদের মনে মৃত্যুর ভয় তৈরি করতে হবে পুলিশকে
- রাত ১০টাতেও দিল্লির

রাস্তায় মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত চাই

■ নির্যাতন প্রতিটি মেয়েই আমাদের বোন, দায় এড়ানো চলবে না

■ অপরাধ রুখতে কাগজ-কলমের নির্দেশ ছেড়ে সরাসরি রাস্তায় নামুক পুলিশ

তুলনা টেনে আদালত জানায়, রাত ১০টাতেও দিল্লির রাস্তায় বা মেট্রোতে মহিলারা যেন সুরক্ষিত বোধ করেন। অপরাধ রুখতে সিসিটিভি নজরদারি বাড়ানো ও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমাজবিরোধীদের মনে আতঙ্ক তৈরি করতে বিচারপতি পারদিওয়াল্লা মন্তব্য করেন, ‘এমন কিছু করছে তো মরেছে—দুষ্কৃতীদের মনে এই ভয়টা জাগিয়ে তুলতেই হবে।’

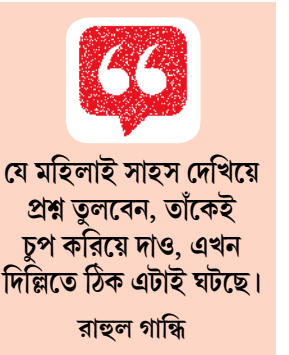
বেক্ষের নির্দেশ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে ছাত্রীদের উত্তাক্ত করা বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি, বেআইনি মদের ঠেক ও রেষ্টোরাঁগুলির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেখানে দুষ্কৃতীদের

যৌন হেনস্থার পর সাংবাদিক সহ আটক ১৮

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : দিল্লিতে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে যৌন হেনস্থার শিকার হওয়া তরুণী সাংবাদিকের অভিযোগ (এফআইআর) নেওয়া তো দূরের কথা, তাঁকে দ্বিতীয়বার হয়রানি করল দিল্লি পুলিশ। সোমবার রাত পর্যন্ত অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি বলে খবর। বিচার চাইতে থানার সামনে অবস্থানে বসায় অভিযোগকারী সহ ১৮ জনকে আটক করেছে পুলিশ। এরপরই তাঁর স্কোড প্রকাশ করে সাক্ষেত থানার সিসিটিভি ফুটেজ জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি।

যশ্বরামপুরের বিক্ষোভের খবর করতে গিয়ে দিল্লি পুলিশের সহকারী কমিশনার (এসিপি) বিবেক ভগতের বিরুদ্ধে শ্রীলতাহানির অভিযোগ তুলেছিলেন ওই তরুণী সাংবাদিক। তাঁর অভিযোগ, ‘আমি এসিপি বিবেক ভগতকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন কোনও মহিলা পুলিশ নেই, তখনই তিনি আমাকে অশালীনভাবে স্পর্শ করেন।’ পুলিশ অভিযুক্ত এসিপি-র বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের না করে মামলাটি ক্রাইম ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দেয়। এরপর সোমবার সকালে পালামেন্টে স্ট্রিট থানার বাইরে থেকে অভিযোগকারী সাংবাদিক সহ ১৮ জনকে আটক করে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত এসিপি বিবেক ভগতকে অতিরিক্ত ডিউসি পাশে পদমোতি দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল বলেন, ‘যে মহিলাই সাহস দেখিয়ে প্রশ্ন তুলবেন, তাঁকেই চূপ করিয়ে দাও— এমন দিল্লিতে ঠিক এটাই ঘটছে।’ সাক্ষেত থানার নির্যাতন প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’কে নিশানা করে তাঁর প্রশ্ন, ‘আপনি এবং



যে মহিলাই সাহস দেখিয়ে প্রশ্ন তুলবেন, তাঁকেই চূপ করিয়ে দাও, এখন দিল্লিতে ঠিক এটাই ঘটছে।

রাহুল গান্ধি

আপনার পুলিশ মহিলাদের এত ভয় পাচ্ছেন কেন?’ সাংবাদিক শাহীন খানেরও অভিযোগ, তাঁদের চড-সাথি মেরে শুধু শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা বলেন, ‘যে পুলিশের কাজ নিরাপত্তা জোগানো, সেই পুলিশের জন্য মহিলারা অসুরক্ষিত বোধ করছেন।’ অন্যদিকে দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার নেহা যাদব জানান, নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে অভিযোগগুলি ক্রাইম ব্রাঞ্চে ফের পাঠানো হয়েছে।

ট্রাম্পের ভুলে বাজিল ‘হয়ে গেল’ ভারত

ওয়াশিংটন ও ব্রাসিলিয়া, ৫ অক্টোবর : ব্রাজিলে রবিবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথমপর্বের ভোটে দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর উভয়েই প্রদত্ত ভোটের ৫০ শতাংশের কম পেয়েছেন। নির্বাচনি বিধি অনুযায়ী, ব্রাজিলে প্রার্থীকে জয়ী হতে হলে প্রদত্ত ভোটের ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেতে হবে। তখন দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রয়োজন হবে না। এবার দক্ষিণপন্থী জের্নিও বোলসোনারো পেয়েছেন ৪৭ শতাংশ ভোট। প্রেসিডেন্ট লুলা ডি সিলভা ৪৫ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। এজন্য ২৫ অক্টোবর ফের ভোট। এই পরিস্থিতিতে এক অদ্ভুত ভুল করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি টুথ সেশ্যালে এক ভুল বার্তা পোস্ট করেছেন।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লিখেছেন, ‘আজ ভারতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রথম



দফায় ১২ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ ভোট দিলেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যে ভোটের ফল বেরোয়ে।’ তিনি এও লিখেছেন, ‘আমেরিকায় ভোটদান পদ্ধতি দুর্নীতিগ্রস্ত। এখানে বিভিন্ন শহর, প্রদেশের ভোটগণনা শেষ হতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়। ডেউয়েট, ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোডেলফিয়া এবং অন্যান্য অসংখ্য মার্কিন শহর, অঙ্গরাজ্যে—অনেকে কম ভোটের হওয়া সত্ত্বেও ফলপ্রকাশে কারচুপি করতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগে।’

ট্রাম্প আসলে ব্রাজিলের সঙ্গে ভারতকে গুলিয়ে ফেলেছেন। ব্রাজিলে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে গণনা হয় এবং উত্তর ভারতের ভোটগণনা শেষ হতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়। ডেউয়েট, ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোডেলফিয়া এবং অন্যান্য অসংখ্য মার্কিন শহর, অঙ্গরাজ্যে—অনেকে কম ভোটের হওয়া সত্ত্বেও ফলপ্রকাশে কারচুপি করতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগে।

১৫ মামলা খারিজ, স্বস্তিতে অনুরাগরা

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : ২০২০ সালে উত্তর-পূর্ব দিল্লির ভয়াবহ দাঙ্গা এবং জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ায় সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) বিরোধী বিক্ষোভের সময় রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ‘উসকানিমূলক ভাষণ’ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘৃণা ভাষণ ও কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে পুলিশ অধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং সিট তদন্ত চেয়ে দায়ের হওয়া ১৫টি মামলাই খারিজ করে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। সোমবার

বিচারপতি বিবেক চৌধুরী এবং বিচারপতি মনোজ জৈনের ডিভিশন বেক্ষ এই রায় দিয়েছে।

বেক্ষের পর্যবেক্ষণ, ‘রায়ে উল্লেখিত কারণগুলির ভিত্তিতে সমস্ত আবেদন খারিজ করা হল।’ আদালত মামলাগুলিকে মূলত দু’টি ভাগে ভাগ করে রায় দেয়, একটি উত্তর-পূর্ব দিল্লির দাঙ্গা সংক্রান্ত এবং অপারটি জামিয়া মিলিয়ার হিংসাকেন্দ্রিক। তবে এই বিষয়ে বিচারপতি রায়ের কপি এখনও প্রকাশে আসেনি।

২০২০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি চক্র’-এ ভূষিত করা হয়। কিন্তু সময়ের ফেরে উত্তরখণ্ডের পৌড়ী গিণ্ডোয়ালসের বারনুন গ্রামে সেই বীর শহিদের পৈতৃক ভিতে আজ কার্যত ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। এবার সেই বাড়িটিকেই একটি আশ্র মডিজিয়াম বা সংগ্রহশালায় পরিণত করার উদ্যোগ নিলেন গাড়োয়াল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ অনিল বালুনি।

সাঁংসদ সম্প্রতি ওই গ্রামে গিয়ে দেখেন, বাড়িটিতে কেউ থাকেন না, চারপাশটা জঙ্গলে ঢেকে একেবারে ভয়ানক। পরিবারের সদস্যরা বহুদিন আগেই

উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে সিএএ ও এনআরসি-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গোষ্ঠী সংঘর্ষের রূপ নেয়, যাতে অন্তত ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং প্রায় ৭০০ জন আহত হন। এই দাঙ্গার প্রেক্ষাপটেই শেখ মুজিব ফারুক নামে এক ব্যক্তির দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় বিজেপি

দিল্লি দাঙ্গায় ঘৃণা ভাষণ

নেতা অনুরাগ ঠাকুর, কপিল মিশ্র, প্রবোধ বর্মা এবং অভয় বমার বিরুদ্ধে একআইআর দায়েরের আবেদন জানানো হয়েছিল। অভিযোগ, সংঘর্ষে শুরুর ঠিক আগে সিএএ-বিরোধীদের নিশানা করে অনুরাগ ঠাকুর ‘দেশদ্রোহীদের গুলি মারো’ স্লোগান দিয়েছিলেন এবং প্রবেশ বর্মা শাহিনবাগের বিক্ষোভকারীদের থেকে মহিলাদের বিপদের আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

অন্যদিকে, ‘ল্যায়ার্স ভয়েস’ নামে একটি সংগঠনের দায়ের করা পৃথক মামলায় কংগ্রেস

নেত্রী সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি, আপ নেতা মণীশ সিংসাদিয়া, আমানতুল্লা খান এবং মিম নেতা আকবরউদ্দিন ওয়াহিদুর পুলিশের বিরুদ্ধে অসদাচরণের স্বাধীন তদন্তের আর্জি জানান। এছাড়াও সিএএ-বিরোধী বিক্ষোভে বার্মা অর্থ জুগিয়েছিল, তা জানতে এনআইএ তদন্তের দাবিও উঠেছিল।

দিল্লি পুলিশ এই মামলাগুলির বিরোধিতা করে আদালতকে জানায়, অপরাধ দমন শাখার অধীনে ইতিমধ্যেই তিনটি সিট গঠন করা হয়েছে এবং পুলিশ অধিকারিক বা রাজনৈতিক নেতাদের হিসায়ে ইঙ্কন দেওয়ার কোনও প্রমাণ মেলেনি। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, এই হিসসা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, বরং তা ছিল ‘সমাজের সম্প্রীতি নষ্ট করার এক সুপরিচালিত চক্রান্ত’। সোমবার হাইকোর্টের রায়ে শেষপর্যন্ত স্বস্তি পেলেন সমস্ত রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশ অধিকারিকরা।

যশবন্তু সিংয়ের স্মৃতিবিজড়িত ভিটেয় মিউজিয়াম

দেৱাদুন, ৫ অক্টোবর : গাড়োয়াল রাইফেলসের কাছে তিনি শুধুই একজন শহিদ জওয়ান নন, তিনি এক জীবন্ত কিংবদন্তি। সবাই তাকে ভক্তির ভেত্রে ‘যশবন্তু বাবা’ বলেই ডাকে। ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধে মারা ২১ বছর বয়সে একাই টানা ৭২ ঘণ্টা চিনা ফৌজের গতিরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন রাইফেলম্যান যশবন্তু সিং রাওয়াত।

চক্র’-এ ভূষিত করা হয়। কিন্তু সময়ের ফেরে উত্তরখণ্ডের পৌড়ী গিণ্ডোয়ালসের বারনুন গ্রামে সেই বীর শহিদের পৈতৃক ভিতে আজ কার্যত ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। এবার সেই বাড়িটিকেই একটি আশ্র মডিজিয়াম বা সংগ্রহশালায় পরিণত করার উদ্যোগ নিলেন গাড়োয়াল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ অনিল বালুনি।



গ্রাম ছেড়ে অনাড় চলে গিয়েছেন। এরপরই তিনি ফেরে যশবন্তু সিংয়ের ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে বাড়িটিকে মিউজিয়াম বানানোর প্রস্তাব দেন এবং পরিবারও তাতে সনাদ সঞ্চে লড়াই করেছিলেন, সেখান থেকে মাটি এনে এই মিউজিয়ামের ভিত্তিমূলে দেওয়া হবে। গ্রামবাসীদের অনুরোধ মেনে মূল রাস্তার ওপরে যশবন্তু সিংয়ের নামে একটি তোরণও তৈরি করা হবে। এই মিউজিয়ামটি তৈরি হলে আগামী প্রজন্ম এক সাধারণ ঘরের ছেলের অসাধারণ বীরদের কাহিনী চাক্ষুষ করার সুযোগ পাবে।

মিউজিয়ামের ভূমিপূজা হবে বলে স্থির হয়েছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, অরুণাচলপ্রদেশের তাওয়ারায়ের কাছে যশবন্তুগড়ে সেখানে এই বীর জওয়ান চিনা সেনার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, সেখান থেকে মাটি এনে এই মিউজিয়ামের ভিত্তিমূলে দেওয়া হবে। গ্রামবাসীদের অনুরোধ মেনে মূল রাস্তার ওপরে যশবন্তু সিংয়ের নামে একটি তোরণও তৈরি করা হবে। এই মিউজিয়ামটি তৈরি হলে আগামী প্রজন্ম এক সাধারণ ঘরের ছেলের অসাধারণ বীরদের কাহিনী চাক্ষুষ করার সুযোগ পাবে।

মেসির জন্য পাঁচটা
মেন্টালও কম পড়বে :
স্কালোনি



গোকে জড়িয়ে ধরলেন লিওনেল স্কালোরি

গত ২০ বছর ধরে প্রায় একক
হাতে জাতীয় দলকে টানছেন
বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন, মেসির পর দলে
তার জায়গা কে নেবেন? স্কোয়া
কিছু মেনেই নিয়েছেন, মেসি চলে
যাওয়ার পর সবকিছু আর আগে
মতো থাকবে না। বিশ্বজয়ী কোচের
কথায়, ‘আমাদের ফুটবল খেলতে
হবে। আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের
অস্তিত্ব থাকবে। কিন্তু জীভগিতভা

মেসিকে ছাড়া সবাকড়া এককর
থাকবে না। মাঠে মেরি থাকার
অন্য অনুভূতি সোটা প্রাচণ্ড মিস কর
আমরা। শুধু আর্জেন্টিনা দল না
প্রতিপক্ষও মাঠে মেরিকে খুঁজবে
মিস করবে। ফুটবল খেলাটা
মেসিকে অসম্ভব মিস করবে।’

স্কালোনির আবেগেঘন পাণ্ডুর
শব্দে একটা লাইন মনে পড়বে
‘এখনও আছে সেই কলেজে
পাশে চায়ের দোকানটা, এখন
আছে সেই প্রথম প্রেমে পড়া উদ্মা
প্রেমিকের দল, নেই শুধু...’।

পিছনে কখনও ছুটিনি : অভিষেক

করবে বৈভব,
স শ্রেয়সের

ফলার সময় নেই।
রেশ কাটার আগেই
ই মঙ্গলবার নেমে

আমি। শুধু সাপোর্ট স্টাফরাই নয়, সতীর্থদের, বিশেষ
সিনিয়াদের পাশে পাই সবসময়।'
অভিষেকের কথা, দলে যখন প্রথমে আসেন, তখন

করেন তরুণ সতীর্থ বেভেব সুর্ষবংশীকে। সিনিয়র হিসেবেসেই প্রয়োজনীয় পারামর্শও দেন বিদ্যায় বালককে। বেভেবের প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে অভিষেক আরও বলেছে—
‘বৃদ্ধিমান ছেলে। পনেরো বছরের ছেলেরা যেসকলকে আচরণ করে, ও কিন্তু সেই রকম নয়। ইতিমধ্যেই ২-৩ বছর হয়ে গেল সিনিয়ররা পর্যায় খেলতে জানে, ওর কী করণীয়। অভিজ্ঞতা বাডার সঙ্গে আরও শিখবে’
খুদে সতীর্থকে নিয়ে উচ্চশিক্ষা শ্রেণ্যস আইয়ারও। ভারতের টি২০

অনিয়াক বলেছেন, 'বেশভরসে প্রচুর কথা হয়ে। তবে সেভাইবল ক্রিকেট বহির্ভূত। সবাই ওর ক্রিকেটে প্রতিভা নিয়ে আলোচনা করছে। নিঃসন্দেহে স্বৈরপ্রভু প্রতিভা। কয়েকটা মাইল বাইরে কী করা উচিত তাইয়ের নিজেই মেনে ধরবে, সে খাঙলি বলি। পাশাপাশি ওর বাড়িও সবার সন্দেহের কথা হয়ে। কী পছন্দ করে না এসবও চূড়চাপ খাড়া। কী ততটাই ধ্বংসাবাদ। একদম বিপরীত। তখন প্রথম এগারোই উই মুখে দিয়ে দেন 'অটোম্যাটিক চেসেস' নামে ও মনে করিয়ে দিলেন। প্রেসেসের স্মারক গুরু জেনোনা অভিব্যেক-সঙ্গ স্মারক গুরু জুটাই অগ্রাধিকার-সঙ্গ। তাই সঙ্গ, সুযোগ পাবে। বেসবকে ব্যবহার। ১৫ বছর বয়স। সামনে প্রচুর সম্ভাবনা।

সর বিশ্বাস, যখন সময় আসবে ভারতী
টে রাজত্ব চালাবে।

একাদশে জায়াগ অনিশ্চিত হলেও
লানে খামতি নেই বৈভব সূর্যবংশীর

গাল, ডাচরা

ঐ অক্টোবর : নেশনস লিগের ম্যা
রাতে তারা ২-১ গোলে হারিয়ে
র ৩৬ মিনিটে গোলে দিয়েছিলে
কাপেলো এবং ৭৯ মিনিটে গঞ্জো
পতুগাল। একই সঙ্গে গ্রুপ 'এ'৪ খে
কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট পেয়েছে
হাড়াই জয়ের হাটটিক করল।

১৬শ ২-১ গোলে জিতেছে সার্বিয়া
গোলে দিয়েছিলেন তিভিউ কুম্বেইন
সমতা ফেরান ৩৫ মিনিটে জোশু
র জয় নিশ্চিত করেন।

গালশনশু ডু করেছেন জামানির বিরুদ্ধে
ছে মাত্র ১টা জগ পেল জামানি।

‘কলকাতার স্মৃতি মাথায় আছে’

ভারতের বিপক্ষে দর্শনীয় ফুটবল চান ফোরলান

সুমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : কালো আসেলোডিকেই ঘুরিয়ে সমর্থন করলেন দিয়েগো ফোরলান।

সরাসরি ফুটবল সংস্কৃতি নেই এ কথা না বললেও এদেশে ক্রিকেটই এক নম্বর খেলা এবং ফুটবল পিছিয়ে, এমনটাই মনে করেন ২০১০ বিশ্বকাপের গোল্ডেন বল জয়ী। সাংবাদিক সম্মেলনে ঠিক এক ঘণ্টা পরে এলেন ফোরলান। প্রশ্নোত্তরপর্বে হাসিখুশি থাকলেও জানা গেল, ব্রাজিলের সঙ্গে তুলনায় আতিথেয়তায় তাঁদের অনেকটাই পিছিয়ে রাখার ফলে যথেষ্টই বিরক্ত উরুগুয়ে শিবির। তাই মঙ্গলবারের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যদি ভারতের উপর সেই রাগ উগরে দেয় ফোরলানের দল,

ভারত বনাম উরুগুয়ে
আন্তর্জাতিক ফ্রেডলি
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস
নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ আপ

তাহলে অবাক হওয়ায় কিছু থাকবে না। এখানে খেলে যাওয়া ফোরলান এবার এসেছেন কোচ হয়ে। তাঁর কাছেই ডবল উরুগুয়েকে টেনে তোলার দায়িত্ব। ফুটবলার ফোরলানের থেকেও কি কোচ হিসাবে বেশি চাপ অনুভব করছেন জানতে চাইলে তাঁর উত্তর, ‘ফুটবলারই হোক কী কোচ, সবসময়ই চাপ থাকে। সেই চাপকে আপনাকে মেনে নিয়েই চলতে হবে। আপনি যখন উরুগুয়ের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দলের ম্যানেজার হন, তখন একটা চাপ থাকেই। কারণ আপনাকে দলকে ভালো খেলাতে হবে, ম্যাচ জিততে হবে। আর উরুগুয়ের ফুটবলার ইতিহাসও অনেক সমৃদ্ধ।’ উরুগুয়ে কোচের বড় সুবিধা হল, তিনি এখানে ব্রাজিলের বিপক্ষে ভারতকে মেসে নিয়েছেন। তাই হালকা

চালে নেওয়া তো দূরের কথা, শুরু থেকেই সম্ভবত নখ-দাঁত বার করে ফেলবে তাঁর দল। তিনি বলেই ফেললেন, ‘একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমি যেভাবে খেলতাম, সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি- আমি সবসময় দর্শনীয় ফুটবল খেলতে পছন্দ করতাম। তাই আমি চাই আমার দলও তেমন খেলুক। আমার বিশ্বাস, আমরা যদি দর্শনীয় ফুটবল খেলতে পারি, তাহলে ফলাফলও অনেক ভালো হবে।’ তাঁর সমস্যা, হালকা চোট-আঘাত আছে। দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে



উরুগুয়ের কোচ দিয়েগো ফোরলানকে ক্রিকেট বলের গ্রিপ বোঝাচ্ছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিন সিং। সোমবার কলকাতায়।

গোল করা ভারউইন নুনেজ ও স্যাতিয়াগো পাসকাল আছে। এই তালিকায়। এদিনের অনুশীলনে শুটিং অনুশীলনের সময়ে ডটা শর্টের মধ্যে পাঁচটাই বাইরে মারতে দেখা গেল। তবে তার মানে এই নয় যে ভারত খুব নিশ্চিন্ত থাকার সুযোগ পাবে।

মুখই সিটি এফসি-র হয়ে ১০ বছর আগে খেলে গিয়েছেন বলেই মনে আছেন কলকাতাকে। উঠে যাওয়ার আগে তাঁর গলায় স্মৃতিরোমন্বনের সুর, ‘আমি কলকাতায় কয়েকবার এসেছিলাম। আমরা

এখানে সেমিফাইনাল ও লিগের ম্যাচও খেলি। সেই সময়টা আমরা খুব ভালোভাবে উপভোগ করছি। তবে কলকাতার আমার একটা বিষয় সবসময় মনে পড়ে- এখানে প্রচুর মানুষ আসত মাঠে। এই স্টেডিয়ামে আমাদের খেলার সুযোগ হয়নি ঠিকই, কিন্তু কিছু ম্যাচ দেখার সুযোগ হয়েছিল। এখানে যে দলই খেলত, তখন স্টেডিয়াম পুরো ভর্তি থাকত। কেরল, গোয়া এবং নর্থইস্টেও দেখেছি মানুষ ফুটবল নিয়ে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। আমি সত্যিই খুব উপভোগ

সোমবার শিল্ড সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের সাত তারা পারফরমেন্স। ডেভিড লালহালানসাদা, ডানি রামিরেজদের দাপটে উড়ে গেল নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। ম্যাচের ফল ৭-২। এক বলক দেখলে মনে হবে টেনিস ম্যাচের একটা সেটের স্কোর। আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ছেলেরা নর্থইস্টকে নিয়ে ছেলেখেলা করলেন।

পাঞ্জাব এফসি ম্যাচে হতশ্রী ফুটবল খেলে হার। সমালোচনা শুরু হয়েছিল চারের ম্যাচে অবশ্য দলে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন করেন হাবাস। রামিরেজ, পিভি বিষ্ণু, সন্দীপ মাভিদের প্রথম একাদশে আনেন। এতেই বাজিমাত।

করেছি। খেলায় দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। পাশাপাশি কলকাতা এবং আমি যে শহরগুলোর কথা বললাম, সেগুলোর মানুষ ফুটবলকে কতটা ভালোবাসেন এবং ফুটবল নিয়ে কতটা আবেগপ্রবণ- সেটাতো অনুভব করতে পেরেছিলাম।’ সেবার আইএসএল সেমিফাইনালে লাল কার্ড আগে খেলে গিয়েছেন বলেই মনে আছেন কলকাতাকে। উঠে যাওয়ার আগে তাঁর গলায় স্মৃতিরোমন্বনের সুর, ‘আমি কলকাতায় কয়েকবার এসেছিলাম। আমরা



ইস্টবেঙ্গল-৭ (ডেভিড হ্যাটট্রিক, রোহিত, ইকোনোমিডিস, লোবা, জোলিনস্কি) নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-২ (আলাদিন-২)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : গতবারের পুনরাবৃত্তি। আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে মুখোমুখি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল এফসি।

ইস্টবেঙ্গলের সাত তারা পারফরমেন্স। ডেভিড লালহালানসাদা, ডানি রামিরেজদের দাপটে উড়ে গেল নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। ম্যাচের ফল ৭-২। এক বলক দেখলে মনে হবে টেনিস ম্যাচের একটা সেটের স্কোর। আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ছেলেরা নর্থইস্টকে নিয়ে ছেলেখেলা করলেন।

পাঞ্জাব এফসি ম্যাচে হতশ্রী ফুটবল খেলে হার। সমালোচনা শুরু হয়েছিল চারের ম্যাচে অবশ্য দলে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন করেন হাবাস। রামিরেজ, পিভি বিষ্ণু, সন্দীপ মাভিদের প্রথম একাদশে আনেন। এতেই বাজিমাত।

প্রথম দশ মিনিট বাদে দিলে বাকি সময়টা প্রতিপক্ষকে ছিড়ে খেলেন রামিরেজরা। এমনকি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের গোল সংখ্যা দুই অঙ্কে পৌঁছে গেলেও অবাক হওয়ার ছিল না। ম্যাচের একদম শুরুতেই ঝটকা খায় ইস্টবেঙ্গল। ২ মিনিটের মাথায় গোল হজম লাল-হলুদ রক্ষণের। দিয়েগো জিভুলিচের ব্যাক পাস গোলরক্ষক পূর্বা লচেনপার কাছে পৌঁছানোর আগেই বল ছিনিয়ে নিয়ে গোল করে যান আলাদিন আজারেই। শুধু গোল করা নয়, প্রথম দশ মিনিট রীতিমতো দাপিয়ে গেল নর্থইস্ট।

নর্থইস্টকে চূর্ণ করে খেতাবি লড়াইয়ে ইস্টবেঙ্গল

বিশেষ করে জিহন এমএস ও আলাদিন আতঙ্ক সৃষ্টি করলেন ইস্টবেঙ্গল রক্ষণে। ইস্টবেঙ্গলকে ম্যাচে ফেললেন রামিরেজ। তিনি বল ধরে খেলা শুরু করতেই রীতিমতো বলমলে ইস্টবেঙ্গল মাঝমাঠ। যার সুবাদে প্রথমাধেই তিন গোল ইস্টবেঙ্গলের। ১১ মিনিটে ক্রিসবার পারফরমেন্স নিয়ে। শেষ চারের ম্যাচে অবশ্য দলে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন করেন হাবাস। রামিরেজ, যাবতীয় জারিজুরি শেষ। প্রতিপক্ষকে রীতিমতো গোল উপহার দিয়ে গেলেন। একাদশে আনেন। এতেই বাজিমাত।

রামিরেজের পাস থেকে গোল করেন রোহিত কুমার। ২৮ মিনিটে একাই বল নিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন রামিরেজ। তাঁর শট গোললাইন থেকে ফেরান নর্থইস্ট অধিনায়ক তনদোয়া সিং। পরের মিনিটেই রিডিম ল্যাং বক্সের মধ্যে ডেভিডকে ফেলে দিলেও রেফারি পেনাল্টি দেননি। ৪৩ মিনিটে দলের তৃতীয় গোলটি করেন ইকোনোমিডিস। এই গোলের পরেই ম্যাচের ভাগ্য নিখারিত হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়ার্ধে আরও আক্রমণাত্মক লাল-হলুদ। ৪৬ মিনিটে বিষ্ণুর মাইনাসে ক্লিকে

ও আকে আনউড লোবাকে রিজার্ভে রেখেছিলেন। তাঁদের পরষ করার জন্য এদিনের থেকে ভালো সুযোগ আর পেতে না ইস্টবেঙ্গল কোচ। তাই দুই বিদেশিকেই মাঠে নামান হাবাস। দুইজনেই স্কোরশিটে নাম তুলে লাল-হলুদ জনতার আস্থা অর্জন করে নিয়েছেন। ৮৪ মিনিটে অবশ্য খেলার গতির বিপরীতে গোল করেন আলাদিন। পরের মিনিটেই মহম্মদ বসিম রশিদের ক্রস থেকে ডান পায়ের সাইডভলিতে জাল কাপান একে লোবা। সংযোজিত সময়ে গোল করে নর্থইস্টের কফিনে শেষ পেরেকটি পৌঁতেন জোলিনস্কি।

ফাইনালে প্রতিপক্ষ মোহনবাগান। ডুরান্ড কাপ ফাইনালে ৪-১ ব্যবধানে জিতেছিলেন রামিরেজরা। এদিন

ইস্টবেঙ্গলের পারফরমেন্স দেখে ডুরান্ড কাপের রিপটি টেলিকাস্ট দেখার স্বপ্নে বিভোর লাল-হলুদ জনতা। এদিকে বৃহস্পতিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শিল্ড ফাইনাল হতে চলেছে। মঙ্গলবার থেকে শিল্ড ফাইনালের জন্য টিকিট ছাড়া হতে পারে।

ইস্টবেঙ্গল : পূর্বা, হার্দিক (আসিক), জিভুলিচ (রশিদ), নুঙ্গা, সন্দীপ, ইকোনোমিডিস (দানু), রোহিত কুমার, জিকসন, বিষ্ণু, রামিরেজ (লোবা) ও ডেভিড (জোলিনস্কি)।

উরুগুয়ের সামনেও লড়াকু মানসিকতাই অস্ত্র খালিদের

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : ব্রাজিল ম্যাচে ভারতের লড়াকু ফুটবলের প্রশংসা হচ্ছে দেশজুড়ে। মনবীর সিং, আনোয়ার আলিরের প্রচেষ্টাকে বাহবা জানিয়েছেন কালো আসেলোডিও। তবুও হার তো হারই। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের কাছে চার গোল পেরাঞ্জয় একটু হলেও ক্ষত তৈরি করেছে ভারতীয় শিবিরে। উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ভালো ফুটবল খেলে সেই ক্ষতে প্রলেপ দিতে চাইছে খালিদ জামিলের ভারত।

ব্রাজিল ম্যাচের আগে কোচ খালিদ বলেছিলেন, চাপ থাকলেও ভীত নন তারা। উরুগুয়ে ম্যাচের আগেও ফুটবলারদের

৬৫

উরুগুয়ের শক্তি নিয়ে আমরা সবাই অবগত। অস্বীকার করার জায়গা নেই আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে ওরা। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। সেটাই আমাদের একমাত্র মন্ত্র হবে।

-খালিদ জামিল

মধ্যে সেই একই মানসিকতার বীজ রোপণ করে দিতে চাইছেন মূখহর কোচ। দিয়েগো ফোরলানের দলের বিপক্ষে নামার আগে তাঁর বার্তা, ‘উরুগুয়ের শক্তি নিয়ে আমরা সবাই অবগত। অস্বীকার করার জায়গা নেই আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে ওরা। তবে আমরা শেষ দুই ম্যাচ যেভাবে খেলেছি, বিশেষত পানামার বিরুদ্ধে আমাদের খেলা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক ছিল। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে আমাদের যোগের অভাবেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি। উরুগুয়ের বিরুদ্ধে সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি কখনোই কাম্য নয়। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। সেটাই আমাদের একমাত্র মন্ত্র হবে।’

বৈভবদের জন্য নয়া কমিটি

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : বিহার ক্রিকেট গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নতুন নয়। অনেক বছর ধরেই সক্রিয় হয়ে রয়েছে দুইটি গ্রুপ। যার মধ্যে কোন দল বিহার রাজ্য ক্রিকেট পরিচালনা করবে, কারও জানা নেই সেই তথ্য। এমন অবস্থায় আসন্ন ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুমের লক্ষ্যে বৈভব সূর্যবংশীর রাজ্যে ক্রিকেট সচিবতাকে পরিচালনার জন্য নয়া কমিটি গড়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। জানা গিয়েছে, প্রাক্তন ক্রিকেটার হরবিন্দার সিংয়ের নেতৃত্বাধীন এই কমিটি বিহারের রনজি ট্রফির সঙ্গে বয়সভিত্তিক নানা দল নির্বাচনও করবে।



সাংবাদিক সম্মেলনে আকাশ মিশ্রকে পাশে বসিয়ে কোচ খালিদ জামিল। ছবি : ডি মণ্ডল

অজুহাত হিসেবে দেখাতে নারাজ খালিদ। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ‘আধুনিক ফুটবলে এটা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে ওরা। তবে আমরা শেষ দুই ম্যাচ যেভাবে খেলেছি, বিশেষত পানামার বিরুদ্ধে আমাদের খেলা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক ছিল। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে আমাদের যোগের অভাবেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি। উরুগুয়ের বিরুদ্ধে সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি কখনোই কাম্য নয়। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। সেটাই আমাদের একমাত্র মন্ত্র হবে।’



ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন রীতিচা চিকবড়াইক।

ফাইনালে মিলনমোড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার বিজয় ভৌমিক, গৌর সরকার ও ভবতোষ দে ট্রফি মহিলা ফুটবলে ফাইনালে উঠল মিলনমোড় এফসি। সোমবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৪-২ গোলে জিতেছে ভৌমিক গুয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে। হ্যাটট্রিক করেন ম্যাচের সেরা রীতিচা চিকবড়াইক। মিলনমোড়ের অন্য গোলটি শবনম রাইয়ের। ভৌমিকের জোড়া গোল করেন পুনিতা বেক। বৃথবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ফাইনালে মিলনমোড়ের প্রতিপক্ষ চার্মনি এফসি।

লাগাতে চাইবেন খালিদ।

এই মুহূর্তে উরুগুয়ে ফুটবল দল যে খুব ভালো জায়গায় রয়েছে তা নয়। শেষ দুইবার বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের গণ্ডিও অতিক্রম করতে পারেনি তারা। কোপা আমেরিকার মঞ্চও ফল খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। কিফা ক্রমতালিকায় অবস্থান ২০ নম্বরে। লুইস সুয়ারেজ, এডিনসন কাভানি, দিয়েগো গোডিনদের অবসরের পর দলে অভিজ্ঞ ফুটবলারের সংখ্যাও হাতে গোনা। এই বছর বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর আশুপ সামাদদের। যদিও এই বিষয়টাকে



কৃষ্ণনগরে পোড়িয়ামে দাঁড়ালেন অলকানন্দা পাল বসু।

অলকানন্দার সোনা জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : কৃষ্ণনগরে রাজ্য বেষ্ট প্রেসে সোনা জিতলেন শিলিগুড়ির অলকানন্দা পাল বসু। মহিলাদের ৬৯ কেজি ওজন বিভাগে তিনি নেমেছিলেন। চ্যাম্পিয়ন হয়ে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয়স্তরের প্রতিযোগিতায় নামার ছাড়পত্র পেয়েছেন অলকানন্দা। তিনি শিলিগুড়িতে রাজবীর সরকারের কাছে প্রশিক্ষণ নেন।

প্রথম বাবলি

আলিপুরদুয়ার, ৫ অক্টোবর : অল বেঙ্গল যোগ এক্সপ্লেস্ট কাপ যোগাসন শিলিগুড়িতে হয়ে গেল। ভেটেরাল মহিলাদের বিভাগে আলিপুরদুয়ার জেলার বাবলি সরকার প্রথম হয়েছেন।

হাত বাড়ালেই

গর্ভনিরোধক পিল

ESKAG PHARMA PRIVATE LIMITED

6290 900 900 / 8017 444 555

চ্যাম্পিয়ন শ্রুতি-সিন্ড্রেলারা, রানার্স রাজর্ষি-প্রিয়মরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : মালয়েশিয়ার পেনাংয়ে আয়োজিত শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের এশিয়া প্যাসিফিক মান্টি স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ

এশিয়া প্যাসিফিক

টেবিল টেনিসে দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছেন শিলিগুড়ির ছেলেমেয়েরা। ফাইনালে পুরুষদের ভারতীয় দল হেরে যায় চাইনিজ তাইপেইয়ের কাছে। সেমিফাইনালে ভারত ৩-২ ব্যবধানে

জয় পেয়েছিল হংকং চায়নার বিরুদ্ধে। যেখানে জোড়া ম্যাচে জয় এনেছিলেন রাজর্ষিপ্রতীম দত্ত। হংকং চায়নার এক ও দুই নম্বর প্যাডলারকে তিনি হারিয়ে দেন। রানার্স ভারতীয় দলে রাজর্ষি ছাড়াও শিলিগুড়ি থেকে ছিল প্রিয়ম চক্রবর্তী। অন্যদিকে সিন্ড্রেলা মল্লিক শ্রুতি দাসদের মহিলা দল প্রতিযোগিতায় পাঁচটি টাইয়েই জিতে অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়। সিন্ড্রেলা-রাজর্ষি প্রশিক্ষণ নেন মাষ্ট্র যোষ-সুব্রত রায়ের কাছে। শ্রুতি-প্রিয়মের কোচ মুম্বায় চৌধুরী।



পেনাংয়ে সাফল্য পাওয়ার পর ভারতীয় দলের সঙ্গে রাজর্ষিপ্রতীম দত্ত, প্রিয়ম চক্রবর্তী, সিন্ড্রেলা মল্লিক ও শ্রুতি দাস।